RNI No. 71057/96

মহানায়ক
উত্তম কুমারের
প্রয়াণ দিবসে
রাজ্যের
শ্রদ্ধাঞ্জলি

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

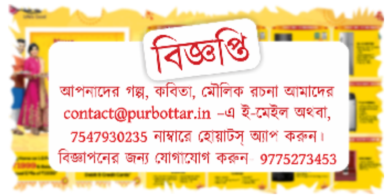

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৫ জুলাই - ৭ আগস্ট, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 25 July - 7 August, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

উত্তমকে পাশে নিয়ে এনআরসি প্রসঙ্গ

বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধী বার্তা দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে একুশের মঞ্চে হাজির করালেন। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দেখা যায় তাঁকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনেই বসে ছিলেন উত্তম। অভিষেক বক্তব্যের সময় উত্তমের নাম নেন। মমতা বক্তব্যের সময় ডেকে নেন উত্তমকে। উত্তমের হাত উপরে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এদিন সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। বাংলা ভাষার বিরোধিতা করার জন্য অত্যন্ত

ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। এর পরেই উত্তমকে মঞ্চে ডেকে নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘উত্তম কোথায়? তুমি এদিকে এসো। উত্তম আমাদের রাজবংশী ভাই। গত ৫০ বছর ধরে তিনি থাকেন কোচবিহারে। অসম সরকারের কত বড় ঔদ্ধত্য, তাঁকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে নোটিস পাঠিয়েছে। বিজেপি সরকার এর জবাব দাও।’

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে উত্তমকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে নোটিস পাঠিয়েছে অসম সরকার। নোটিসে বলা হয়েছিল, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে উত্তম অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। তার পরে দিনহাটায় থাকতে শুরু করেন তিনি। উত্তমের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, অসম ফরেনার্স ট্রাইবুনালের হিসেব অনুযায়ী উত্তমের জন্ম ১৯৭৭ সালে। তাহলে সেই লোকটি কী করে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করে?

উত্তম জানিয়েছিলেন, অসম তো দূরের কথা, তিনি কখনও কোচবিহারের বাইরে যাননি। এমন নোটিস পেয়ে আতঙ্কে ঘুম উড়ে যায় তাঁর।

এরপর সাতের পাতায়-

উত্তমের পর আরতিকে সামনে রেখে প্রচার তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তম কুমার ব্রজবাসীর পর এবার আরতি ঘোষের নাম এনআরসি’র তালিকাভুক্ত না করার ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হল তৃণমূল। ১৩ জুলাই একটি ফেসবুক পোস্ট করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সেই পোস্টেই আরতি ঘোষের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন অভিজিৎ। পরে তিনি তুফানগঞ্জের বক্সিরহাটের ঝাউকুঠি গ্রামে গিয়ে আরতি ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। আরতি ঘোষ, অসমের বরপেটা রোডে বিয়ে করেছিলেন। ২০১৮-১৯ সালে এনআরসিতে নাম নথিভুক্ত করতে

আবেদন করেছিলেন আরতি। তাঁর স্বামী ও মেয়ের নাম এনআরসিতে থাকলেও তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়নি। পর পর দু’বার আবেদন করে একই ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমানে তিনি তুফানগঞ্জের ঝাউকুঠিতে বসবাস করছেন। যদিও আরতি বলেন, “এখন কোনও সমস্যা নেই। মেয়ে এখানে চাকরি করে। মেয়ের সঙ্গেই আমরা থাকি। মাঝে মধ্যে অসমে যাতায়াত করি। আর ওই সময় সমস্ত নথি দিয়েছিলাম। আমার বাবা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, সেই সংক্রান্ত কাগজ, পুরনো ভোটার তালিকা, আরও কিছু নথি চেয়েছিল। যেজন্য তুফানগঞ্জ মহকুমাশাসকের কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তা পাইনি।”

অভিজিৎ ফেসবুকে লিখেছেন, “শুধু উত্তম কুমার ব্রজবাসী তথা রাজবংশী সমাজের মানুষ বা সংখ্যালঘু মানুষ

এরপর সাতের পাতায়-

সাইবার প্রতারণায় বড় সফলতা, উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সাইবার প্রতারণায় তদন্তে প্রতারকদের হাত থেকে টাকা উদ্ধার করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। ২১ জুলাই সোমবার ওই টাকা প্রতারিত বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, জুলাই মাসে কোচবিহার জেলা পুলিশের সাইবার বিভাগের তৎপরতায় মোট ৪,৪৮,৫৫৬ টাকা উদ্ধার করা হয়। জেলায় এখনও পর্যন্ত ১১ জন মানুষ সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছে। তাদের একটি অংশের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন বিকেলে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দফতরের এক অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা–র উপস্থিতিতে চেক তুলে দেওয়া হয় পাঁচজন বাসিন্দার হাতে। আর্থিক ক্ষতির পর আশাহত মানুষরা পুলিশের এমন মানবিক ও দায়বদ্ধ পদক্ষেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন থানায় সম্প্রতি একাধিক সাইবার প্রতারণার অভিযোগ জমা পড়ে। প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে নিয়ে, তদন্তে নামে সাইবার সেল। প্রযুক্তির সাহায্যে ও ব্যাংকিং সংস্থার সহায়তায় প্রতারকের অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে ব্লক করে উদ্ধার হয় টাকা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন,”সাইবার অপরাধ রুখতে আমরা সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি কেউ প্রতারিত হলে যেন পুলিশের দ্বারস্থ হন সে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এই টাকা ফেরত পাওয়া সম্ভব হয়েছে একমাত্র সাইবার সেল ও ব্যাংক বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টায়। আগামীতে এমন ঘটনা ঘটলে ফের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”কোচবিহার দেবীবাড়ির বাসিন্দা গোলাপ হোসেন বলেন, “আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি টাকা আবার ফিরে পাব। পুলিশের উদ্যোগে খুশি।”

উপেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ভাঙা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের ময়মনসিংহে হরিকিশোর রায় রোডের বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বাড়িটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দেড় শতাধিক বছরের পুরনো বাড়িটির মালিক প্রয়াত জমিদার হরিকিশোর রায়। তিনি ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পালক পিতা। উল্লেখ্য,উপেন্দ্রকিশোর দীর্ঘদিন ওই বাড়িতে বসবাস করেছেন। ওই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বহু বছর বাড়িটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ময়মনসিংহ জেলার অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হত। জানা গিয়েছে, শিশু একাডেমী বাড়িটি ভেঙে বহুতল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে বাড়িটির সামনের অংশের প্রায় পুরোটাই ভাঙা হয়ে গিয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হস্তক্ষেপ করায় এই ভাঙার কাজ আপাতত বন্ধ আছে।

এই ঘটনা জানার পরই ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি লেখেন,“খবরে প্রকাশ যে, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা,স্বয়ং স্বনামধন্য সাহিত্যিক-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্মৃতিজড়িত তাঁদের পৈতৃক বাড়িটি নাকি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত। এই সংবাদ অত্যন্ত দুঃখের। রায় পরিবার বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ। তাই আমি মনে করি, এই বাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমি বাংলাদেশ সরকার ও ওই দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করব, এই ঐতিহ্যশালী বাড়িটিকে রক্ষা করার জন্য। ভারত সরকার বিষয়টিতে নজর দিন।”

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন কোচবিহারের সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউ দিল্লি: কোচবিহার রাজপ্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দাবিতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন কোচবিহার লোকসভার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বুধবার, ২৪শে জুলাই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাংসদ বসুনিয়া কোচবিহার রাজপ্রাসাদের সংস্কার, সংরক্ষণ এবং পর্যটনের প্রসারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। বৈঠকে তিনি মন্ত্রীর হাতে একটি দাবিপত্রও তুলে দেন। পরে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক ভিডিও বার্তায় সাংসদ বসুনিয়া জানান, “কোচবিহার রাজপ্রাসাদ একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন। এর যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটনকে আরও উৎসাহিত করা যাবে, যার ফলে স্থানীয় মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন।” তিনি আরও আশাবাদী যে কেন্দ্র সরকারের সক্রিয় ভূমিকার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী স্থানের ভবিষ্যতে আরও উন্নয়ন সাধিত হবে।

ভারত-নেপাল সীমান্তে বড় সাফল্য গ্রেফতার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত-নেপাল সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল এসএসবি। ১৬ জুলাই, বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্তে অভিযান চালায় এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাঁকে আটক করে বাহিনী। প্রাথমিকভাবে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি কোনও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদে বসানো হয়। তৎপরতার সঙ্গে চলে তদন্ত। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য—ওই ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। ধৃতের নাম সুকুমার চন্দ্র শীল, বয়স ৩৫। তিনি বাংলাদেশের তেতুলিয়া জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার মাস আগে তিনি অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। জানা গিয়েছে, তাকে সীমান্ত পার করাতে সাহায্য করেছিল রফিক নামে এক আরেক বাংলাদেশি নাগরিক। ঘটনার খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এসএসবির কাছ থেকে ধৃত ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল যে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সীমান্তে সক্রিয় নজরদারি জারি রয়েছে।

ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের বড় সাফল্য সীমান্তরক্ষীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: পাচার রুখতে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে ২২৫.৮১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধরা পড়েছে এক ভারতীয় পাচারকারীও।

গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীন ৭৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ান ও বিএসএফ কে-নাইন স্কোয়াডের সদস্যরা এনসিবির শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিটের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ অভিযান চালান কোচবিহার জেলার সিংগিমারি সীমান্ত এলাকায়। সীমান্তপারের পাচারচক্রের গোপন গাঁজা মজুতের খবর ছিল আগেই। তার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার, ২১ জুলাই বিশেষ যৌথ অভিযান শুরু হয়।

সফল অভিযানে ধরা পড়ে এক ভারতীয় পাচারকারী। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় ২২৫.৮১ কেজি গাঁজা। ধৃত পাচারকারী এবং বাজেয়াপ্ত গাঁজার চালান বর্তমানে এনসিবির হেফাজতে রয়েছে।

বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্তে পাচারচক্রের তৎপরতা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ রুখতে বিএসএফ সদা সতর্ক। সীমান্তে এ ধরনের যৌথ অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও জানান বিএসএফ আধিকারিকরা।

পিএসসির পরীক্ষায় বন্দ্যোপাধ্যায় হল 'এসটি', বাতিল প্রার্থী, ঝাড়াইয়ে আরও নাম

কলকাতা: সরকারি চাকরির পরীক্ষা নিয়ে ফের জোর চাঞ্চল্য। 'কুলীন ব্রাহ্মণ' উপাধিধারী প্রার্থী পরীক্ষায় নিজের জাতি 'তফসিলি উপজাতি (এসটি)' বলে দাবি করে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন! এমনই ঘটনা সামনে এসেছে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) তত্ত্বাবধানে হওয়া 'মিসলেনিয়াস সার্ভিস' পরীক্ষায়।

পিএসসি কর্তৃপক্ষ ১৬ জুলাই প্রকাশিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সফল প্রার্থীদের তালিকায় এমনই এক নাম দেখতে পেয়ে রীতিমতো চমকে যায়—সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়! নামের পাশে লেখা রয়েছে, তিনি 'এসটি'। অথচ ইতিহাস-ঐতিহ্যে যাঁদের কুলীন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়, সেই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবির এক প্রার্থী কীভাবে তফসিলি উপজাতি শ্রেণিতে নাম লিখিয়ে পরীক্ষা দিলেন, তা নিয়ে উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন।

সায়নের রোল নম্বর ১৮০০৫৭৫। তিনি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন— তালিকায় ছিলেন ৪৬৫৪ নম্বরে। কিন্তু নথিপত্র যাচাইয়ের সময় দেখা যায়, তিনি আদতে এসটি নন। মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরীক্ষায় বসেছেন। এরপরই তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে পিএসসি ডেকে পাঠায়। উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায়, সায়নের প্রার্থী পদ বাতিল করে পিএসসি।

এখানেই শেষ নয়। কমিশন সূত্রের খবর, এই 'ভুয়ো শ্রেণিভুক্তি' কাণ্ডে সায়ন শুধু হিমশৈলের চূড়া। এমন আরও অন্তত চার প্রার্থীর নামে সন্দেহ তৈরি হয়েছে, যাঁরা এসটি দাবি করে পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁদেরও নোটিস পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এখনো সাড়া মেলেনি।

২০২৩ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিস পরীক্ষায় প্রিলিমিনারিতে মোট ১০,২২৯ জন পাশ করেছেন। চূড়ান্ত পরীক্ষা ৩১ আগস্ট। পিএসসি জানিয়েছে, ওই পরীক্ষায় বসার আগে প্রত্যেকের নথি যাচাই হবে। ফলে মিথ্যা শ্রেণির তথ্য দিয়ে কেউ এবার আর পার পাবেন না।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই পরীক্ষায় সাধারণ শ্রেণির প্রার্থীর কাট-অফ নম্বর ছিল ১৪৫, আর এসটি শ্রেণির জন্য ছিল মাত্র ১১৭। এই ব্যবধানই অনেককে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সুযোগ নেওয়ার লোভে ঠেলে দিয়েছে বলেই মনে করছেন প্রশাসনের কর্তারা।

পিএসসি-র চেয়ারপার্সন মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। বার্তা পাঠালেও উত্তর মেলেনি। তবে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার থেকে এই ধরনের অনিয়ম রুখতে আরও কড়া প্রক্রিয়া চালু হবে।

এক সরকারি আধিকারিকের কথায়, "তফসিলি শ্রেণিভুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণ শুনলেই বোঝা যায় কিছু একটা গোলমাল রয়েছে। এমন ভুয়ো দাবির ফলে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।"

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অনেকেই চাইছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের প্রতারণার সাহস না পায়।

সাবেক ছিট মহলে নিশুতি রাতে চাঞ্চল্যকর চুরি

দিনহাটা: গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী সাবেক ছিট মহল পশ্চিম বাকালিরছড়া। ২০ জুলাই, শুক্রবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা হানা দিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় প্রায় তিন লক্ষ টাকার কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ। অভিযোগ, শুধু চুরি নয়—প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সোলার চালিত সেচযন্ত্রও ইচ্ছাকৃতভাবে ভাঙচুর করে দেয় তারা।

মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই সোলারচালিত মোটর ও যন্ত্রপাতি কৃষকদের জীবিকার প্রধান সহায় ছিল। জমিতে সেচ দেওয়ার একমাত্র ভরসা ছিল এই যন্ত্রগুলি। ফলে এই ঘটনায় গভীর সঙ্কটে পড়েছেন কৃষক সমাজ।

বাকালিরছড়ার বাসিন্দা মদন মোহন রায় বলেন, "রাত ১১টা পর্যন্ত আমরা জমিতে কাজ করেছি, তখনও সব ঠিকঠাক ছিল। সম্ভবত রাত গভীর হওয়ার পরেই দুষ্কৃতীরা চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এমন ঘটনায় আমরা চাষিরা চরম সমস্যায় পড়লাম। আমার ভাই থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গিয়েছে। আমরা চাই, দোষীদের কড়া শাস্তি হোক।"

আরেক বাসিন্দা বিমল কৃষ্ণ রায় বলেন, "চাষের মরসুম শুরু হয়েছে। এই সময় এমন ঘটনা আমাদের চাষে ভীষণ ক্ষতির কারণ হবে। আমরা চাই, প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।"

ঘটনার পর থেকেই গ্রামে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত পুলিশি হস্তক্ষেপ ও এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন।

সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতীরা কোথা থেকে এল, কীভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক গলে এতবড় চুরির ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সারা সপ্তাহ জুড়ে পশ্চিম বাকালিরছড়ায় ছিল চুরির ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক আর ক্ষোভ। স্থানীয় কৃষক সমাজের প্রশ্ন— "এতবড় চুরির পরও দুষ্কৃতীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে কেন?"

পুলিশের দাবি, "তদন্ত চলছে। অপরাধীদের ধরতে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"

এখন দেখার, তদন্ত কতদূর এগোয় এবং কৃষকদের উদ্বেগ কতটা প্রশমিত হয়।

চৌধুরীহাট বাজারে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই গোডাউন

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: চৌধুরীহাট বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুদি দোকানের গোডাউন সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেল। স্থানীয় দোকানদার গৌরাঙ্গ সাহার মুদি দোকানের গোডাউনে ২২শে জুলাই মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ আগুন ধরে যায়,যা দ্রুত একটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএসএফ সদস্যদের তৎপরতায় বাড়িটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও মূল দোকানের গোডাউনটি আগুনের লেলিহান শিখায় বিধ্বস্ত হয়। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী দেরিতে পৌঁছানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। দিনহাটা দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও অজানা। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুন লাগার কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় প্রশাসন ও দমকল বাহিনীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

কর্ণাটকে মিলল ৪০০০ বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন, খননে উঠে এল প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন

বেঙ্গালুরু: কর্ণাটকের রায়চুর জেলার মাটির বুক থেকে উঠে এল চার হাজার বছর আগের মানুষের জীবনযাত্রার সাক্ষী— রান্নার বাসন, মাটির পাত্রসহ নানা সামগ্রী। মাসকি শহরে প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননকাজে মিলল এই আশ্চর্য আবিষ্কার।

মাসকির পাশেই মল্লিকার্জুন পাহাড় ও আঞ্জনেয় স্বামী মন্দির—প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে ইতিমধ্যেই পরিচিত এই অঞ্চল। কারণ, এখান থেকেই পূর্বে মেলে সম্রাট অশোকের আমলের মুদ্রা। এবার সেই ইতিহাসে যোগ হল আরও একটি নতুন অধ্যায়।

সম্প্রতি এই অঞ্চলে খননকাজ চালান ভারতের একদল গবেষক ও বিদেশি বিশেষজ্ঞরা। খননের নেতৃত্বে ছিলেন স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অ্যানড্রিউ। ভারত, আমেরিকা ও কানাডা মিলিয়ে বিশেরও বেশি গবেষক যুক্ত ছিলেন এই প্রকল্পে।

প্রথম ধাপে ২৭১টি স্থানে খননকাজ চালানো হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান, খ্রিস্টপূর্ব ১১ থেকে ১৪ শতকে এই অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল। খনন থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর বিশ্লেষণে মনে করা হচ্ছে, মাসকির এই অংশে কোনও নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ছবি: মাসকি খননস্থলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননকাজ চলছে

এখনও পর্যন্ত খননের ফলাফলে মিলেছে বহু প্রাচীন পাত্র, বাসন ও ব্যবহার্য সামগ্রী, যা সেই সময়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় বহন করে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করছেন, এই আবিষ্কার দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

প্রফেসর অ্যানড্রিউর কথায়, "এখনও পর্যন্ত পাওয়া নিদর্শনগুলি শুধু প্রাচীন জনবসতির প্রমাণ নয়, বরং সে সময়ের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিতও দেয়।"

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আগামী দিনে কর্ণাটকের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে নতুন গবেষণা শুরু হতে চলেছে। দেশ-বিদেশের গবেষকদের এই যৌথ প্রকল্প ইতিমধ্যেই দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে।

আলিপুরদুয়ারে অভিনব উদ্যোগ

ঘণ্টা বাজলেই জল খেতে হবে ছাত্রছাত্রীদের

আলিপুরদুয়ার: রাজ্যের স্কুলে জলপান নিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুল। শুক্রবার থেকে সেখানে চালু হল 'ওয়াটার সাইরেন'। নিয়ম মাফিক, প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বাজবে বিশেষ সাইরেন। আর তা বাজলেই জল খেতে হবে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষিকাদেরও।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, তীব্র গরমে জলপানের অভ্যাস গড়ে তুলতেই এই সিদ্ধান্ত। কারণ, বেশিরভাগ পড়ুয়াই আসে চা-বাগান এলাকা থেকে, যাদের মধ্যে ডিহাইড্রেশন ও ত্বকের শুষ্কতার সমস্যা লক্ষ করা যায়। স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা কাজী রুনালায়লা খানম বলেন, "দার্জিলিংয়ের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের মতো আমরাও এই উদ্যোগ নিয়েছি। চাই, পড়ুয়ারা জলপানে অভ্যস্ত হোক।"

৫৩৭ পড়ুয়াসংখ্যার এই স্কুলে ২০ জন শিক্ষিকার পাশাপাশি আছেন শিক্ষাকর্মীরাও। প্রত্যেকের জন্যই চালু হয়েছে আধ ঘণ্টা অন্তর জল খাওয়ার নিয়ম। শুধু তাই নয়, প্রার্থনার শেষে ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়, বাড়ি ফিরে যেন তারাও অভিভাবকদের আধ ঘণ্টা অন্তর জল খেতে মনে করিয়ে দেয়।

আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম 'ওয়াটার সাইরেন' চালু হল। রাজ্যে দ্বিতীয়। এর আগে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলেই প্রথম এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। স্কুলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে বসানো হয়েছে একাধিক পরিশ্রুতকরণ যন্ত্রও।

শিক্ষামহল বলছে, এই উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মধ্যমগ্রামে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা

মধ্যমগ্রাম: ২১শে জুলাই সোমবার আনুমানিক ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন এক ব্যক্তি।পথে মধ্যমগ্রাম নজরুল সরণীর কাছে রাস্তা পার করার সময় এক পিকআপ ভ্যান এসে সজোরে ধাক্কা মারে ওই বাইক চালককে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই চালকের। ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘক্ষন রাস্তার উপর পড়ে থাকে বলে অভিযোগ। ওই স্থানে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার ও পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারের কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এরপর আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ভাঙচুর চালায় ট্রাফিক বুথে। দীর্ঘক্ষণ ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে সাধারণ মানুষ। ঘটনাস্থলে আসে মধ্যমগ্রাম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও এসডিপিও বারাসাত। প্রায় দু'ঘণ্টা রাস্তা অবরোধের পর অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয় মানুষেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

শিবের মাথায় জল ঢালতে উপচে পড়ল ভিড় বানেশ্বর শিব মন্দিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বানেশ্বর: কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর শ্রাবণ মাস মানে তো পুরোটাই শিব ঠাকুরের মাস। এবারের শ্রাবণে প্রথম একুশে জুলাই সোমবার বানেশ্বর শিব মন্দিরে প্রচুর ভক্তদের ভিড় দেখা গেলো। ভোলে বাবার মাথায় জল ঢেলে পুজো দিতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভক্তরা। জেলার দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটে এই কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বানেশ্বর শিব মন্দিরেও।পুণ্যার্থীদের কেউ জানান তারা এসেছেন দিনহাটা থেকে, কেউ আবার এসেছেন আলিপুরদুয়ার থেকে।রাত বারোটা থেকে লম্বা লাইন শুরু হয় ভোলে বাবার মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে।সোমবার ওই ভিড় আরও বেড়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পূর্ণার্থীরা একে-একে জল ঢালছে শিব মন্দিরে। প্রার্থনা করেন পরিজনদের মঙ্গলের।কেউ আবার ধ্বনি তোলেন জয় শিব শম্ভু, কেউ আবার ভোলানাথ কি জয়। সবমিলিয়ে শিব আরাধনার আবহ গোটা বানেশ্বরে মন্দির চত্বরে।

পরিযায়ী শ্রমিক সিরোজকে গ্রেফতার করেও ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার: ফের পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্থার অভিযোগ উঠল ভিনরাজ্যে। ১৫ জুলাই মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ তোলেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। তাঁর গ্রামের বাড়ি জিরাণপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিককে হরিয়ানায় হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই শ্রমিকের নাম সিরোজ আলম মিয়া। তার পরিবারের সদস্যকে নিয়ে পরে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে যান পার্থ। কোচবিহার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনার হস্তক্ষেপে সিরোজকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্যই বাংলাদেশি সন্দেহে কোচবিহারের পরিযায়ী শ্রমিক সিরোজ আলম মিয়াঁকে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হারিয়ানার গুরগাঁও থানার পুলিশ। সিরোজের বাড়ি কোচবিহার-১ ব্লকের জিরাণপুর গ্রাম পাঞ্চায়েতের বড়বালাসি এলাকায়। তা নিয়ে উদ্বেগে পড়ে যাবে সিরোজের পরিবারের সদস্যরা।

এ বিষয়ে সিরোজের পরিবারের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও তারা অভিযোগ নেয়নি। এদিন ধৃতের ভাই ও বাবাকে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণ অতিরিক্ত জেলাশাসক শান্তনু বালার কাছে জমা দেন পার্থপ্রতিম। জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা নিলেন, "ওই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।" সিরোজের ভাই জানান, তাঁর দাদাকে বাংলাদেশি সন্দেহে গুরগাঁও ৫৫ সেক্টর থানার পুলিশ রবিবার বিকেলে গ্রেফতার করে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড দেখানোর পরও পুলিশ মানেনি। সিরোজের বাবা জাহের উদ্দিন বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে ছেলে হারিয়ানায় থাকে। সেখানে সে জিম ও একটি হোটেলে কাজ করে। রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ হোটেল থেকে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এরপর কোয়ার্টারে গিয়ে পুলিশ ছেলে ও ছেলের বউয়েwর মোবাইল নিয়ে যায়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কি করবো,কিভাবে ছেলেকে ছাড়াব বুঝতে পারছি না।" তিনি জানান, জন্ম সূত্রেই কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের জিরাপুরর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাসিন্দা তারা। পরে অবশ্য সিরোজকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

ফের চুরির অভিযোগ মাথাভাঙায়

মাথাভাঙা: ফের চুরির অভিযোগ উঠল কোচবিহারের মাথাভাঙায়। ১৫ জুলাই কোচবিহারের মাথাভাঙা শহরে একটি মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি, আরও বাকি দুটি দোকানে চুরির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া মোবাইল দোকানের ব্যবসায়ী প্রতিদিনের মতো ১৪ জুলাই রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। পরের দিন সকালে দোকান খুলতে গেলে বিষয়টি নজরে আসে তার। দোকানের কাঠের পাটাতন খুলে নগদ প্রায় ১৫ হাজার টাকা এবং মোবাইলের বেশকিছু সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল সিভিক ভলান্টিয়ারের

কোচবিহার: অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। ১৫ জুলাই বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচির গোসাইয়েরহাটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম কৃষ্ণেন্দু রায় প্রামাণিক। ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুলিশ মহলে।

তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজে কর্মরত ছিলেন। এদিন ডিউটিরত অবস্থায় মাথাচক্কর দেয়। পরবর্তীতে তাকে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে এবং পুলিশ মহলে।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান

শিলিগুড়ি: শহরের যানজট কমানো এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। ১৯ জুলাই, শনিবার জলপাইমোড় এলাকায় শুরু হয় এক বিশেষ অভিযান। ফুটপাত দখল করে বসা হকার, ঠেলাগাড়ি ও বেআইনিভাবে পার্ক করা গাড়ির বিরুদ্ধে একযোগে কড়া পদক্ষেপ নেয় ট্রাফিক পুলিশ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইমোড় ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন বহু ঠেলাগাড়ি ও অস্থায়ী দোকান অপসারণ করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ট্রাফিক চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে হকারদের সতর্ক করে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে যদি কেউ ফুটপাত দখল করে বসে, তাহলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনসাধারণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শহরের অন্যান্য ব্যস্ত এলাকাতেও এই ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা।

হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কোচবিহার: হোটেলের রুম থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ২২ জুলাই মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহরের আরআরএন রোডের একটি হোটেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বাপ্পা আলি (৩০)। তার বাড়ি সিতাই থানার বড় নাটাবাড়ি এলাকায়। দিন কয়েক ধরেই ওই যুবক বাড়িতে ছিলেন না। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ ওই হোটেলে যান তিনি। একটি রুম বুক করে সেখানে ওঠে পড়েন। এদিন সকালে অনেক ডাকাডাকির পরেও সাড়া না পেয়ে খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিবারের লোকজন দাবি করে, কিছুদিন আগে লটারিতে ১ কোটি টাকা জেতেন বাপ্পা। এরপর থেকেই স্থানীয় এক মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘিরে শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি তৈরি হয়েছিল।

তাদেরর আরও আশঙ্কা, মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে। পুলিশে অবশ্য তারা কোনও অভিযোগ জানায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করা হলেও, অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হোটেলের রেজিস্টার,সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্যদের সাথে কথা বলে ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ পরিযায়ী

জনসংখ্যা বাড়ছে। কর্মসংস্থান নেই। কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করে যা উপার্জন হয় তা নেহাতই সামান্য। কারও কারও আবার নিজস্ব কৃষি খেত নেই। তারা কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে বছরে বছরে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যে। হিমালয়ের পাদদেশের তোর্সা-তিস্তার এই মনোরম আবহাওয়া ছেড়ে মানুষ ছুটছে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে অস্থায়ীভাবে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছে সেখানে। কল-কারখানায় কাজ করে উপার্জনে খুশি তারা। তাই অনেকেই আর পাকাপাকি ভাবে জন্মভূমিতে ফিরতেও চায় না। এমন একটি সময়ে তাদের জীবনযাপন কঠিন করে তুলেছে অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশী সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের বার বার তলব করছে পুলিশ। পরিচয় পত্র দেখে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আটকে রাখা হচ্ছে তাদের। কখনও কখনও বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের। বেশ কয়েকজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে পুশ ব্যাকও করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য ভুল স্বীকার করে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়। এমন একটি কঠিন সময়ের মধ্যে যেতে হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের। নিজভূমে ফিরবে কিন্তু কাজ নেই, পরভূমে থাকলে হতে হবে হেনস্থা। বা তার থেকেও বেশি কিছু। তাহলে পরিযায়ী শ্রমিকদের বেঁচে থাকার রাস্তা কোথায়!

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক : সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক : দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক : কঙ্কনা বাগো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : মিঠুন রায়

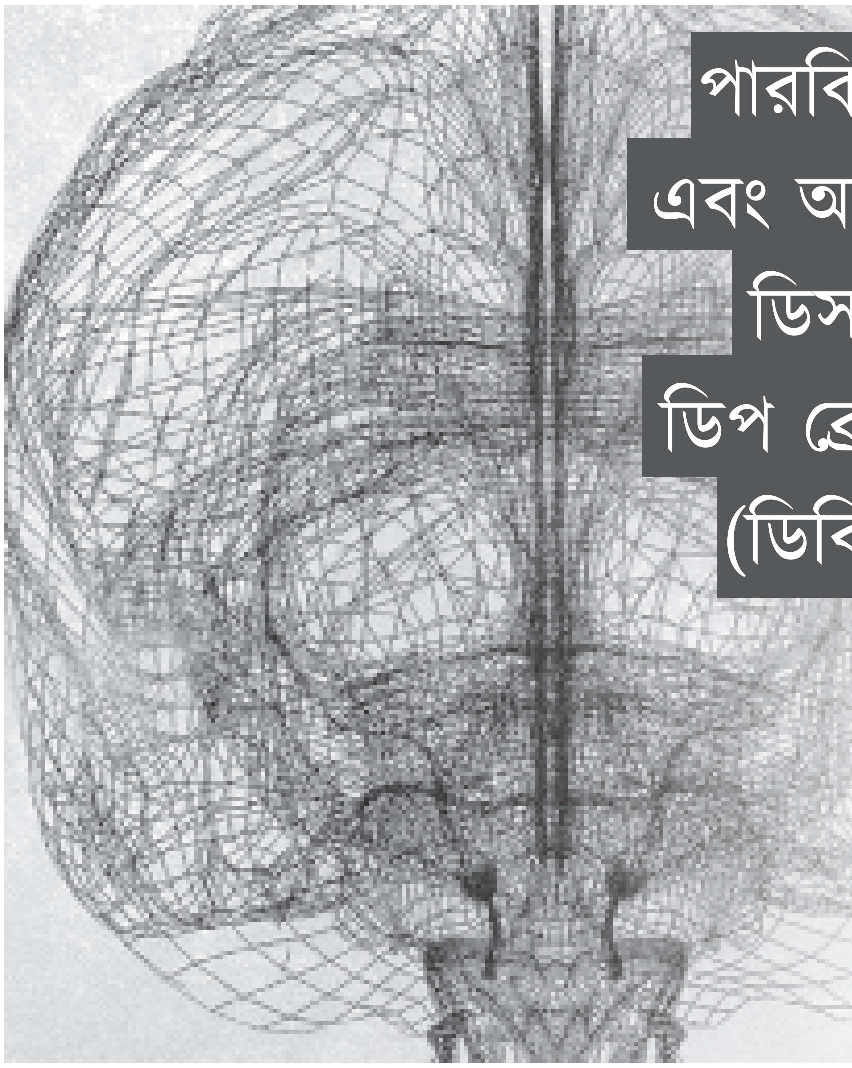

পারকিনসন্স ডিজিজ এবং অন্যান্য মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারের জন্য ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন (ডিবিএস) পদ্ধতির অগ্রগতি

- প্রফেসর ডঃ রূপম বোরগোহাইন, সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর-পিডিএমডিআরসি, যশোদা হসপিটাল

পারকিনসন্স ডিজিজ (PD) হল একটি অবক্ষয়জনিত স্নায়বিক অবস্থা। যার প্রধান মোটর উপসর্গের মধ্যে রয়েছে কাঁপুনি, দৃঢ়তা, ব্র্যাডিকাইনেসিয়া (ধীর গতি) এবং পোজিশনাল অস্থিরতা। মস্তিষ্কের সাবস্ট্যান্টিয়া নিগ্রাতে ডোপামিন-উৎপাদনকারী নিউরনগুলির ক্ষতি এই উপসর্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ, এটি মস্তিষ্কের সার্কিটে নিয়মিত যোগাযোগে বাধা দেয়, যা চলন নিয়ন্ত্রণ করে। মোটর সমস্যা ছাড়াও, পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নন-মোটর লক্ষণ দেখা যায় যেমন, অস্বস্তি, প্রস্রাবের তাগিদ এবং ঘুমের ব্যাঘাত। আরও সাধারণভাবে প্রফেসর ডঃ রূপম বোরগোহাইন বলেছেন, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের স্নায়বিক সমস্যা যা ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক উভয় চলনকেই প্রভাবিত করে। এই অবস্থার মধ্যে রয়েছে টিআইসিএস, মায়োক্লোনাস, ট্যুরেট সিন্ড্রোম, অতিরিক্ত কাঁপুনি এবং ডাইস্টোনিয়া, যা মস্তিষ্কের মোটর ফাংশন নিয়ন্ত্রণকারী ব্রেইন রিজিয়নে অস্বাভাবিকতার কারণে হয়ে থাকে।

পারকিনসন্স ডিজিজ এবং অন্যান্য চলন ব্যধির চিকিৎসায় ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন (ডিবিএস) একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক-থ্রু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষত এমন ব্যক্তিদের জন্য যাদের লক্ষণগুলি ওষুধ দ্বারা ভালোভাবে ম্যানেজ করা যায় না। ডিবিএস নামে পরিচিত নিউরোসার্জিক্যাল অপারেশনের সময় ইলেক্ট্রোডগুলি মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলে রোপণ করা হয়, যেমন গ্লোবাস প্যালিডাস ইন্টারনা বা সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াস। একটি ব্যাটারি-চালিত নিউরোস্টিমুলেটর কলারবোনের কাছাকাছি ত্বকের নীচে লাগানো এই ইলেক্ট্রোডগুলিকে অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহ সরবরাহ করে। বিভ্রান্তিকর মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পরিবর্তনের পাশাপাশি এই বৈদ্যুতিক চিকিৎসা সফলভাবে বিচ্ছিন্ন সংকেতকে ব্যাহত করে যার জন্য দৃঢ়তা এবং কম্পনের মতো মোটর লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ডিবিএস প্রত্যাবর্তনযোগ্য এবং পরিবর্তনযোগ্য, যা কাস্টমাইজড প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে উপসর্গের নিয়ন্ত্রণকে সর্বাধিক করতে এবং অপরিবর্তনীয় মস্তিষ্কের ক্ষতি না করে তার বিরূপ প্রভাব কমাতে সক্ষম করে, যা অতীতের অস্ত্রোপচারের মতো মস্তিষ্কের টিস্যুকে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে এফডিএ-এর অনুমোদনের পর থেকে ডিবিএস অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এটি প্রথমে পারকিনসন্সের কম্পনের চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত ছিল, কিন্তু এর ব্যবহার এখন উন্নত মোটর উপসর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সম্প্রতি এটি নিম্ন স্তরের রোগী যাদের অন্তত চার বছর ধরে পারকিনসন্স রোগ রয়েছে এবং যাদের মোটর উপসর্গ থেরাপির দ্বারা পর্যাপ্তভাবে ম্যানেজ করা যায় না, তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। ক্লিনিকাল স্টাডিজ অনুসারে, ডিবিএস মোটর ফাংশন এবং জীবনের মানের উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি ঘটাতে পারে। রোগীরা প্রায়শই তাদের প্রেসক্রিপশনের ডোজ কমাতে সক্ষম হয়, যা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন ডিস্কিনেসিয়াস (অনিচ্ছাকৃত চলন) প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। যদিও ডিবিএস সমস্ত পিডি রোগীদের জন্য উপযুক্ত নয়; যেমন সংক্রমণ, স্ট্রোক, বা কগনিটিভ অ্যাবনরমালিটির মতো রোগ থাকলে তা খুব সাবধানে মূল্যায়ন করা দরকার।

যশোদা হসপিটাল থেকে অধ্যাপক ডঃ রূপম বোরগোহাইন বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ডিবিএস থেরাপি আরও উন্নত হয়েছে। কার্যকারিতা বাড়াতে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাতে, আধুনিক ব্যবস্থায় দিকনির্দেশক হয়ে উঠেছে। যা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করতে বৈদ্যুতিক প্রবাহের আরও সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। নতুন ক্লোজড-লুপ ডিবিএস ডিভাইস মস্তিষ্কের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে উদ্দীপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করে আরও ফ্লেক্সিবল এবং কার্যকর উপসর্গ ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দেয়। উন্নত ইমেজিং পদ্ধতি এবং ইন্ট্রাঅপারেটিভ মনিটরিং-এর মাধ্যমে এখন ইলেক্ট্রোড ইনসারশন বেড়েছে, যা অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি কমায় এবং ফলাফল উন্নত করে। ডিবিএস-এর থেরাপিউটিক সম্ভাবনাকে পারকিনসন্স ডিজিজের বাইরেও যেমন, অতিরিক্ত কম্পন, ডাইস্টোনিয়া, ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা কমাতে ব্যবহার করার জন্য গবেষণা চলছে।

চিকিৎসায় ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ২২ জুলাই 'বিশ্ব মস্তিষ্ক দিবস-২০২৫' পালন করা হয়। যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আজীবন প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় এবং প্রাথমিক বিকাশ থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্নায়বিক সুস্থতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

সুতরাং, ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেটর পারকিনসন রোগ সহ চলন ব্যাধির চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে এগিয়ে এসেছে। অনেক রোগীর উপসর্গ উপশমে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির কারণ হল ডিবিএস, যা টেইলর্ড ইলেক্ট্রিকাল সিগনালের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ মস্তিষ্কের সার্কিটকে সংশোধন করে। ডিভাইস টেকনোলজি, সার্জিকাল মেথড, রোগী নির্বাচনের পদ্ধতিতে উন্নতির কারণে এর নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ডিবিএস-কে চলন ব্যাধি রুখতে সমসাময়িক নিউরোলজিকাল থেরাপির এক মূল উপাদান করে তুলেছে।

(হায়দ্রাবাদের যশোদা হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর-পিডিএমডিআরসি প্রফেসর ডঃ রূপম বোরগোহাইন গুয়াহাটি-অসমে আমাদের কেন্দ্রে বিশেষ পরামর্শ এবং যত্ন প্রদানের জন্য প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উপস্থিত হন।)

মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে রাজ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা: মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল রাজ্য সরকার। বাংলা চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতের একাধিক গুণীজনকে 'মহানায়ক শ্রেষ্ঠ সম্মান' প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, জনপ্রিয় গায়ক রূপঙ্কর বাগচী, এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী সহ আরও অনেকে। উত্তম কুমারের স্মৃতিচারণায় আবেগপ্রবণ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "৪৫ বছর পেরিয়ে গেলেও উত্তম কুমার আমাদের হৃদয়ে আজও জীবন্ত। তিনি যেমন নামে উত্তম, তেমনই কর্মেও। বাংলা সিনেমার গর্ব, দেশের গর্ব তিনি। বাংলা চলচ্চিত্র ও গানের স্বর্ণযুগের আবেদন কখনও ম্লান হবে না।" তিনি আরও জানান, ২০১২ সাল থেকে রাজ্য সরকার এই 'মহানায়ক' সম্মান প্রদান করে আসছে, এবং এখন তা নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন রাজ্য সরকারের একাধিক সংস্কৃতি-পরিচালিত উদ্যোগের কথা। তিনি জানান, সিনেমা ও টেলিভিশন জগতের প্রায় ৪৮০০ জন শিল্পী ও কলাকুশলী এবং তাঁদের পরিবার-সহ প্রায় ২০ হাজার মানুষ বর্তমানে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিমা পরিষেবার আওতায় রয়েছেন। এছাড়াও, দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য চালু রয়েছে 'ফিল্ম ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গৌতমদা একবার বলেছিলেন বিজিবিএসে ফিল্ম সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা, আমরা সেটা করেছি। সাংস্কৃতিক উন্নয়নে আমরা নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। সংগীত একাডেমি তৈরি হয়েছে, শিগগিরই তা উদ্বোধন করা হবে। টেলিভিশন শিল্পীদের জন্য টেলি একাডেমির কাজও চলছে।" অনুষ্ঠানের শেষে তিনি বলেন, "ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সব ভাষার সিনেমা দেখুন, কিন্তু বাংলা সিনেমাকে ভুলে যাবেন না। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, তার সংস্কৃতি ও শিল্পকে সম্মান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী আবারও প্রমাণ করলেন, বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের বিকাশে রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টলিউডে পা দিলেন উত্তরের তিন তরুণ

টলিউডে নতুন মাইলফলক ছুঁতে চলেছেন আলিপুরদুয়ারের তিন তরুণ— তীর্থঙ্কর রায়, সৃজন মজুমদার ও সাম্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে, চিত্রকার প্রোডাকশন অ্যান্ড স্টুডিও-র ব্যানারে নির্মিত 'সেলাই— একটি সম্পর্ক বুননের গল্প' নামক ছবি, আর এই ছবির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করেছেন এই তিনজন। গত তিন বছর ধরে তৈরি হওয়া এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত, অ্যাঞ্জেলা গোস্বামী প্রমুখ। ছবির গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সোমলতা আচার্য, তিমির বিশ্বাস, রাজন্য সেনগুপ্তের মতো খ্যাতনামা শিল্পীরা।

ছবির অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর, এডিটর এবং ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার হিসেবে রয়েছেন তীর্থঙ্কর রায়। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানান, "অনেকদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন কাজ করছি। তবে এবারের সুযোগটা ভিন্ন। আমার নিজের শহরের দুই প্রতিভাবান সঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পেরে ভালোলাগার মাত্রাটা দ্বিগুণ হয়েছে।"

২০১৮ সাল থেকে গানের জগতে পা রাখেন সৃজন মজুমদার। স্বাধীনভাবে গান লিখে, সুর করে কাজ করে চলেছেন তিনি। এবার তাঁর সেই অভিজ্ঞতা পূর্ণতা পেল টলিউডে। এই সিনেমার দুটি গান— 'বৃষ্টি দিন' ও 'লাল সেলাম'-এর কথা ও সুর সৃজন ও সাম্যব্রতের। তিমির বিশ্বাসের কণ্ঠে একটি গান যেমন শোনা যাবে, তেমনই সৃজন নিজেও একটি গান গেয়েছেন এই ছবিতে। তাঁদের সাফল্যে গর্বিত গোটা শহরবাসী, এখন অপেক্ষা শুধু ছবির মুক্তির।

সন্ন্যাস ধর্ম

অনির্বাণ বোস

জানালা দিয়ে ঘর যেভাবে স্বপ্ন দেখে
আমিও স্বপ্নের জন্য পাগল
দেয়ালের বুক হাতড়ে কেবল জানালা খুঁজে গেছি
দরজা দিয়ে বেড়িয়ে দেখা সম্ভব না
স্বপ্ন দেখতে হলে জানালা চাই

তোর খুব ভেতরে, নীরব প্রার্থনার মতো
একটা জানালা দেখলাম
বিধুর কাঠের ফ্রেম ঢেকে রেখেছে
পর্দার মতো আয়তকার আত্মা।
রোদ, বাতাস, জল সবই তার মধ্যে দিয়ে ঢোকে

চোখের পাতার মতো
গাছের পাতা কেঁপে ওঠে শরীরে
এবং তার ভেতরে নাড়ি অবধি।
আত্মার ইশারা যেদিকে সেদিকেই গাছ জন্মায়
মানুষেরও আগে, গাছেরা মুক্তির পথ জেনে ফেলে

দেখলাম জানালার কাছে দাঁড়ালে জ্বর সেরে যায়
ভালো ঘুম হয়, একেই বোধয় মুক্তি বলে
যখন বাইরে তাকাই মনে হয়
চোখের কুমারিত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে
এতটা কাছে দাঁড়ালে ভেতর ভেতর জন্ম শুরু হয়
ভেতর দিয়েই চলে যাবো, আমরা ঈশ্বরের অস্ত্রের থেকে দূরে

পরস্পরকে গুরু করে সন্ন্যাস নেবো
নতুন করে জন্ম দেবো একে অপরকে
যেভাবে দিয়েছিলেন আমাদের মায়েরা
জন্ম দেয়া শিখতে হবে আমাদের, মায়েদের কাছ থেকে
মায়েরাই পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী
নবজন্ম কেই সন্ন্যাস বলে

আমরণ সন্ন্যাস পালন করাই আমাদের ধর্ম
আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ এখন ধার্মিক হওয়া
আমাদের ভালোবাসার একমাত্র পথ এখন ধার্মিক হওয়া
একসাথে জন্ম দেয়া ও নেয়ার মধ্যেই ঈশ্বর লাভ
ঈশ্বর লাভের একমাত্র পথ, এখন ধার্মিক হওয়া
ধর্ম পালন করতে হলে গোপন করতে জানতে হয়
বালিকার বস্ত্রত্যাগের মতো আমরা
পরস্পরের ভ্রূণ গোপন করবো
সত্যি করে ধর্ম পালন করলে ধর্মদাগ দেখা যেতে নেই

শিলিগুড়িতে বাংলা সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক করতে পুরনিগমের উদ্যোগ

শহরের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসল পুর প্রশাসন। দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে এই সংক্রান্ত এক সচেতনতামূলক ও পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র-পরিষদের সদস্যসহ পুরসভার একাধিক আধিকারিক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা, ব্যক্তিমালিকানাধীন দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল, হাসপাতাল ও বেসরকারি অফিসের প্রতিনিধিরা। পুরনিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে শিলিগুড়িতে বাংলার গুরুত্ব আরও বিস্তৃত করতে সাইনবোর্ডে বাংলা লেখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সকল পক্ষের মতামত নিয়ে একটি সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করা হবে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও, কার্যকারিতা নিয়ে কিছু প্রশ্নও তোলেন। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে আরও কিছু কর্মশালা ও পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোনো হবে।

ফের বৃক্ষচ্ছেদন লাটাগুড়িতে, ক্ষুব্ধ পরিবেশ প্রেমীরা

লাটাগুড়ি: সপ্তাহ ঘুরতেই ফের কাটছাঁটের আতঙ্ক লাটাগুড়িতে। উন্নয়নের নামে ফের বলি হতে চলেছে জঙ্গল। বছর সাতেক আগে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরির সময় লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে কাটা হয়েছিল প্রায় সাড়ে পাঁচশো গাছ। অথচ সেই লাইনে এখনো সারাদিনে যায় সাকুল্যে দুটো ট্রেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের প্রশাসনের তরফে গাছ কাটার নতুন ফরমান।

এইবার সরাসরি সড়ক সম্প্রসারণের তলব। চালসা গোলাই থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় কাটা হতে পারে ৪৭০টি গাছ। যদিও প্রশাসনের দাবি, রাস্তার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত। বর্তমানে ওই ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক কোথাও ৭ মিটার, কোথাও ১০ মিটার চওড়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী তা কোথাও হবে ১২ মিটার আবার কোথাও ২৬.৬ মিটার।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে ক্ষোভ। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার এই অংশে কেবল মঙ্গলবাড়ি বাজার ও ময়নাগুড়ি বাজার বাদ দিলে কোথাও যানজটের সমস্যা নেই। তা হলে জঙ্গলের গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করার কী প্রয়োজন?

লাটাগুড়ির বাসিন্দাদের আক্ষেপ, ২০১৮ সালের সেই গাছ কাটার পরও তো প্রতিশ্রুত গাছরোপণ হয়নি। এবারও শুধু প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে। পরিবেশপ্রেমীদের প্রশ্ন, "আদৌ গাছ লাগানো হবে তো, না কি ফের গল্প শোনানো হবে আগের মতোই?"

এদিকে, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক জানিয়েছেন, "ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই রাস্তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।" তবে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের বক্তব্য, "রেলওয়ে ওভারব্রিজের সময় যেমন গাছ লাগানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংস মানা যায় না।"

বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত অবশ্য জানিয়েছেন, সমস্ত নিয়ম মেনে আবেদন হলে, তা খতিয়ে দেখেই গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হবে।

এই নিয়ে সম্প্রতি বৈঠক হয়েছে ক্রান্তি বিডিও অফিসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ব্লক স্তরে ছয়জনের একটি কমিটি গঠন করে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি, যে পরিমাণ গাছ কাটা হবে তার দশগুণ গাছ লাগানোর আশ্বাস দিয়েছেন ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন।

তবে তাতে আশ্বস্ত নন লাটাগুড়িবাসী। তাঁদের প্রশ্ন— প্রতিবারই তো এমন প্রতিশ্রুতি! বাস্তবে কটা পূরণ হয়েছে?

কামতেশ্বরী সেতুতে আলোহীন অন্ধকার, দায় এড়ানোর খেলায় প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল কোচবিহারের দিনহাটা ও সিতাইয়ের মধ্যে সংযোগস্থাপনের জন্য তৈরি হওয়া কামতেশ্বরী সেতুতে এখন অন্ধকার নেমেছে। সেতুর দু'ধারে বসানো বাতিস্তম্ভগুলো থেকে আর আলো ঝলমল করে না। বাতিস্তম্ভ থাকলেও বহুদিন ধরে নিভে থাকা আলো নিয়ে প্রশাসনের দায় এড়ানোর প্রবণতায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে সেতু, যার সুযোগে বেড়েছে অপরাধ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেতুর বাতিস্তম্ভ। আমি এক মাস এলাকার বাইরে আছি। কেন আলো জ্বলছে না, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এক আধিকারিক দাবি করেছেন, বিষয়টি তাঁদের অধীনে নেই। পিডব্লিউডি (নির্মাণ) বিভাগের আধিকারিক মৃন্ময় দেবনাথ সাফ জানিয়েছেন, "সেতুটি আমাদের তত্ত্বাবধানে নেই।" পিডব্লিউডি (সড়ক) বিভাগের আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুণ্ডুও একই সুরে বলেন, "সেতুটি আমাদের দপ্তরের অধীনে নয়।"

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে উত্তরবঙ্গ উৎসবের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সেতুর উদ্বোধন করেন। এর আগে সিতাই-শীতলকুচি থেকে দিনহাটা বা কোচবিহার যেতে হলে খেয়াপথ কিংবা ঘুরপথে যেতে হত। সেতু চালু হওয়ার পর সংযোগ সহজ হয়। কিন্তু বাতিস্তম্ভের আলো না জ্বলায় এখন সেই পথও আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে সিতাই থানার উদ্যোগে ব্রিজের দু'ধারে টহল চলছে। সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস জানিয়েছেন, "গত কয়েক মাসে ব্রিজে আর কোনও অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশি অভিযান ও নিয়মিত পিকেটিং চলছে।"

তবুও, পথচারীদের আশঙ্কা কাটছে না। স্থানীয় বাসিন্দা বিমল রায়ের কথায়, "রাতে এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে হয়। কিন্তু আলো না থাকায় অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই পার হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ব্রিজের ওপর লোকজন দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে, এমনকি নেশাও করছে।"

প্রশাসনের এই দায়িত্ব এড়ানো ও নজরদারির অভাবে কামতেশ্বরী সেতু এখন আলো নয়, আঁধারের পথ!

পুত্রবধূকে কুপ্রস্তাবের অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

শীতলকুচি: শীতলকুচি ব্লকে পুত্রবধূকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজনৈতিক মহলে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচারে প্রাণভয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে এক বধূকে—এমনই অভিযোগ জানিয়ে শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

অভিযোগ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে শ্বশুর, যিনি স্থানীয় এক বিজেপি নেতা, পুত্রবধূকে কুপ্রস্তাব দেন। রাজি না হওয়ায় তাঁর উপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে মারধরও করা হয় তাঁকে। আতঙ্কে বাপের বাড়ি ফিরে এসে থানায় অভিযোগ জানাতে বাধ্য হন তিনি।

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। তাঁর পাল্টা দাবি, পুত্রবধূ মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। ওই বিজেপি নেতার কথায়, "ছেলের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে বউটি বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর দাবি করে আমার তিন বিঘা জমি তার নামে লিখে দিতে হবে। আমি সেই দাবি না মানায় এ ধরনের মিথ্যা মামলা করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক।"

ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট শালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি দীপক রায় প্রামাণিক কটাক্ষ করে বলেন, "পারিবারিক বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে বিজেপি নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে সবাই জানে। আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই।"

পাল্টা বিজেপির শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পবিত্র অধিকারীর মন্তব্য, "যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সৎ ব্যক্তি। এই ধরনের কুপ্রস্তাব তিনি দিতে পারেন না। পুত্রবধূর লক্ষ্য ছিল জমির ওপর। জমি তাঁর নামে না হওয়ায় তৃণমূলের মদতে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে।"

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শীতলকুচি থানার পুলিশ।

গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গাঁজা পাচারের অভিযোগে কোচবিহারের চার বাসিন্দাকে গ্রেফতার করল দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। ১৫ জুলাই বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে মেট্রো রেল পার্কিংয়ের কাছে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় পঞ্চাশ কেজি গাজা উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ গাঁজার বস্তা সহ চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মেলার সন্দেহজনক চার অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই চার যুবকের নাম সুমন বর্মন (২৩), পার্থদেব শর্মা (২০), মিঠুন রায় (৩০) এবং দিব্যজ্যোতি আইচ(২৩)। তারা প্রত্যেকেই কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। এই গাঁজা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এদের সাথে আরো কারা কারা জড়িত। শুধু তাই নয় কোথা থেকে এটা নিয়ে আসছে কতদিন ধরে এই কাজ চলছে এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য জানার জন্য ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

স্বাধীনতার আলোয় দেশ, অন্ধকারেই নেতাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধূপগুড়ি: স্বাধীনতার আলোয় দেশ উদ্ভাসিত হলেও, অন্ধকারেই থেকে গিয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিচিহ্ন। বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা বাজারে নেতাজির মূর্তিকে ঘিরে বছরের পর বছর চলে আসছে অবহেলা, অযত্ন আর অপমানের দৃশ্য।

বছরের অন্য সময় তো বটেই, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস বা নেতাজির জন্মজয়ন্তীতেও নেই কোনও সরকারি উদ্যোগ। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা বাদল পালই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই বিশেষ দিনগুলোয় মূর্তিটি পরিষ্কার করে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অথচ মূর্তির পাশেই রয়েছে সাঁকোয়াঝোরা-১ পঞ্চায়েত অফিস এবং দু'টি স্কুল।

১৯৯২ সালে স্থাপিত নতুন মূর্তিটির পর থেকেই চত্বরটি পরিচিত হয় 'নেতাজি মোড়' নামে। কয়েক বছর আগে বসানো হয়েছিল উচ্চবাতিস্তম্ভ। কিন্তু এখন আর সেগুলিতে আলো জ্বলে না। সন্ধ্যা নামলেই গোটা মোড় ঢেকে যায় অন্ধকারে।

এখানেই শেষ নয়। বিকেল গড়াতেই নেতাজির মূর্তির চারপাশে বসে লটারির দোকান। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আবর্জনা, এমনকি মূর্তির সামনেই ফেলা হয় বর্জ্য।

এ বিষয়ে একাধিকবার জানানো হলেও সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ বলেন, "আমি মিটিংয়ে রয়েছি।" অন্যদিকে, উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "বিষয়টি জানা ছিল না। পরবর্তী মিটিংয়ে আলোচনায় তুলে আলোর ব্যবস্থা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেব।"

গয়েরকাটা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক সঞ্জয় দেবনাথের বক্তব্য, "নেতাজির মূর্তিকে ঘিরে বিকেল হলেই বসে লটারির দোকান, ছড়ায় আবর্জনা। বিশেষ দিনগুলোতেও থাকে চরম অবহেলা।"

স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরেন শালগি বলেন, "একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি অন্ধকারে পড়ে থাকাটা লজ্জার বিষয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের এ নিয়ে ভাবা উচিত।"

স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বাধীনতার প্রতীক নেতাজির মূর্তিকে অবহেলায় ফেলে রেখে আসলে অপমানই করা হচ্ছে দেশের ইতিহাসকেই।

ব্রেক শ্যুতে স্ফুলিঙ্গ, গেটম্যানের তৎপরতায় রক্ষা পেল বালুরঘাট-ফরাক্কা এক্সপ্রেস

মালদহ: সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ জেলার রেলপথে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল বালুরঘাট-ফরাক্কা এক্সপ্রেসকে ঘিরে। তবে রেলের এক গেটম্যানের তৎপরতায় সেই বিপত্তি এড়ানো সম্ভব হয়।

রেল সূত্রে খবর, ১৫ জুলাই সোমবার বিকেল ৫টায় বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছাড়ে বালুরঘাট-ফরাক্কা এক্সপ্রেস। সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে মালদহের দেওতলার দিকে পৌঁছানো ওই ট্রেনের চাকার সঙ্গে ব্রেক শ্যুর ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বের হতে দেখা যায়। রেলগেট নামিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় এই ঘটনা প্রথম নজরে আনেন গেটম্যান আয়ুব আলি। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি দেওতলা স্টেশন ম্যানেজারকে খবর দেন। সেখান থেকে খবর পৌঁছয় গাজোল স্টেশনে।

পরিকল্পিতভাবে গাজোল স্টেশনে থামানো হয় ট্রেনটিকে সন্ধ্যা ৬টা ১৮ মিনিটে। ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে যান্ত্রিক ত্রুটি খতিয়ে দেখা হয়। জানা যায়, ব্রেক শ্যুর সমস্যার কারণেই স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল। এর ফলে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ট্রেনটিকে। পরে মালদহ থেকে বিকল্প ইঞ্জিন এনে রাত ১০টা ২৬ মিনিটে ফের যাত্রা শুরু করে এক্সপ্রেসটি।

ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। বালুরঘাটগামী এক যাত্রী সঞ্জীব রায় বলেন, "প্রথমে তো কিছু বুঝতে পারিনি। পরে যখন শুনলাম কী হতে পারত, তখন সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।"

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, গেটম্যান আয়ুব আলির তৎপরতায় বড় বিপত্তি এড়ানো গেছে। তাঁর সাহসিকতার জন্য আয়ুবকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

রেল সূত্রের খবর, আয়ুব আলি মালদহ জেলার দেওতলা রেলস্টেশনের অন্তর্গত একলাখী-বালুরঘাট শাখার ১৭ নম্বর গেটে ডিউটি করছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এবং দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেছে রেল দফতর। ভবিষ্যতে তাঁকে আরও সম্মানিত করা হতে পারে বলেও জানা গেছে।

নাবালিকাকে নিগ্রহের মামলায় টোটোচালকের ২৫ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি: অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে নিগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত টোটোচালককে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত। ১৬ জুলাই, বুধবার বিচারক রিণ্টু শূর এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযোগ দায়েরের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই বিচার শেষ করে আদালত সাজা ঘোষণা করায় খুশি নির্যাতিতার পরিবার।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে জলপাইগুড়ি শহরে ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শেষ করে জলপাইগুড়ি মহিলা থানা মাত্র ছয় দিনের মধ্যে চার্জশিট দেয়। আদালত দ্রুত সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করে। আজকের রায়ে বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ২৫ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

রায়ের পরে নির্যাতিতার মা বলেন, "আমি গরিব মানুষ, পরিচারিকার কাজ করি। মেয়ের ঘটনার বিচার পেলাম। বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল, তা ফল দিয়েছে।"

বাংলাদেশে অশান্তি, আতঙ্কে দক্ষিণ বেরুবাড়ির উন্মুক্ত সীমান্তের বাসিন্দারা

হলদিবাড়ি: শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে শিথিলতা এসেছে। এরই মধ্যে ফের সংঘর্ষে উত্তাল বাংলাদেশ। বর্তমানে যেখানে অশান্তি শুরু হয়েছে, সেই গোপালগঞ্জ ভারত সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। তবে গত বছরের কথা স্মরণ করে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্মুক্ত সীমান্তে বসবাসকারী মানুষেরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মোট ২৯ কিলোমিটার সীমান্ত। তার মধ্যে ১৬ কিলোমিটার উন্মুক্ত। এই এলাকায় আছে নতুনবস্তি, নলজোওয়া পাড়া, চিলডাঙা, বারুইপাড়া, বনগ্রাম, ডাকের কামাত-সহ আরও কয়েকটি গ্রাম। প্রশাসনের তরফে উন্মুক্ত অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করার কাজ শুরু হয়েছে। ১৩ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্তে বসবাসকারী পরিবারগুলি জমি দিতে রাজি হলেও অবশিষ্ট তিন কিলোমিটারের বাসিন্দারা জমি দিতে রাজি নন। তাঁদের দাবি, চাষের জমি চলে যাবে। ফলে গোটা এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এদিকে, ফের বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি শুরু হওয়ায় আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের।

বুড়িরজোতের বাসিন্দা মিনতি রায় বলেন, বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে নতুন করে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা দেখে রাতে ঘুম আসছে না। এদিকে উন্মুক্ত সীমান্ত। ফলে যেকোনও সময় বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে ভারতে প্রবেশ করতে পারে। আমরা চাই, দ্রুত খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

আর এক বাসিন্দা প্রশান্ত রায় বলেন, গত বছর থেকে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি। গত আগস্ট মাসে চিলডাঙার উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে একাধিক বাংলাদেশি সংখ্যালঘু নাগরিক ভারতে ঢোকার জন্য ভিড় করেছিলেন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি শুনে আতঙ্কিত আমরা। তাই দ্রুত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক।

দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারীর বক্তব্য, "উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য অনেকে জমি ছাড়তে সম্মতি দিলেও বনগ্রাম, ডাকের কামাতে, মণিঙ্গাপাড়ার বাসিন্দারা সম্মতিপত্রে সই করতে রাজি হচ্ছেন না। তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক করা হয়েছে। তারপরও সমস্যার সমাধান হয়নি।"

বালাপুকুরি গ্রামে রাতে গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা

সীতাই: সিতাই দক্ষিণ বালাপুকুরি গ্রামে রাতে গুলিবিদ্ধ যুবককের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা। ১৮ই জুলাই, শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ এমনি চিত্র দেখা গেল। গুলিবিদ্ধ যুবক রফিক মিঞা কোচবিহারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন।

অভিযোগ বৃহস্পতিবার রাতে রফিক নিজ বাড়িতে রাতের খাবার খাওয়ার সময়, অজ্ঞাত পরিচয় কোন এক ব্যক্তি বাড়ির গেটে লুকিয়ে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। গুলি গিয়ে তাঁর পায়ে লাগে। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এরপর দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে কোচবিহারে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ বালাপুকুরি গ্রামের রাবনেরটারিতে। ঘটনার জেরে আজ গোটা গ্রাম থমথমে।

আহতের পরিবার সূত্রে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল প্রতিবেশী এক পরিবারের সঙ্গে। তারাই এই কান্ড করেছে।যদিও পুলিশের তরফে এখনো পর্যন্ত কোন তথ্য সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়নি। তবে সিতাই থানার তরফে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে গুলিবিদ্ধ যুবকের বাড়িতে।

উত্তমের পর আরতিকে সামনে

প্রথম পাতার পর-

নয় বিজেপির টার্গেট বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গবাসী। রিফিউজিরা যারা ওপার বাংলা থেকে এসেছেন তারাও কিন্তু নিশ্চিন্ত নন।।

বিজেপি যে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী, এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমি আমাদের রাজ্যের কোচবিহার জেলার একজন হিন্দু মহিলার দুর্দশার কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। এমন বহু কাহিনি আছে, যেখানে বহু মানুষকে নাগরিকত্বের নামে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, যদিও তারা বহু প্রজন্ম ধরে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। এই বিজেপি শাসনের আগে পর্যন্ত কেউই কখনও তাদের জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। আজকের যে কথা বলতে চলেছি, সেই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে কেন আমরা বলি বিজেপি একটি পুরোপুরি বাংলা-বিরোধী দল।" এর পরেই তিনি আরতি ঘোষের কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও লিখেছেন, "অসম সরকার আরতিকে "বিদেশি" বা "অনুপ্রবেশকারী" আখ্যা দিয়ে এনআরসি তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেয়। এর ফলে তাকে তার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আবার কোচবিহারে ফিরে আসতে হয়। এনআরসিতে নাম তোলার আবেদন বাতিল হওয়ার ফলে অসমে হয়রানির শিকার হওয়া বহু উদাহরণের মধ্যে একজন আরতি ঘোষ।" এর পরে তিনি একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেন। অভিজিৎ বলেন, আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি বিজেপির বাংলা-বিরোধী মানসিকতা, যখন দেখি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুমকি দেন যে, যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাদের নাম জনগণনা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "যে ঘটনাগুলির এখন কোনও অস্তিত্ব নেই তা খুঁজে বের করছে তৃণমূল। আসলে খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষ তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে সময়ের অপেক্ষা করছে।"

ডায়না সেতু এখন 'প্রাকৃতিক সাফারি স্পট'

নিজস্ব সংবাদদাতা

নাগরাকাটা: সাময়িকভাবে জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকায় বর্তমানে নাগরাকাটার ডায়না সেতু হয়ে উঠেছে পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। শুধুমাত্র হাতির দল দেখার জন্য, প্রতিদিনই অসংখ্য পর্যটক ভিড় করছেন এই সেতুর আশপাশে। বহু মানুষ ডায়না সেতুর উপর দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন হাতির মুগ্ধকর দৃশ্য। কেউ ক্যামেরা কিংবা মোবাইলে বন্দি করেন সেই মুহূর্ত, আবার কেউ গ্রেফ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সরাসরি চোখের সামনে বন্যপ্রাণ দেখার অভিজ্ঞতা পেতে রোজ পাড়ি জমাচ্ছেন সেতুর পাড়ে। জানা গিয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই সেন্ট্রাল ডায়নার জঙ্গল থেকে একটি বড় হাতির দল, ডায়না নদীর ধারে জল খেতে আসে। তারপর প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে নদীর চর দিয়ে ঘুরে তারা আবার জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়। এই দৃশ্য দেখতেই বহু পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিদিন ভিড় করছেন সেতুর আশপাশে। কলকাতার সোনারপুর থেকে আসা পর্যটক প্রিয়তোষ সাহা বলেন, "জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকায় সাইটসিন করছিলাম। হঠাৎ খবর পেলাম, নদীর চরে হাতির দল এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম। এবার বেশ কয়েকটি বড় হাতি ও হস্তিশাবক দেখতে পেলাম। আগেও এসেছিলাম, কিন্তু তখন হাতি দেখা হয়নি। এবার খুব ভালো লাগছে।" ডায়না সেতু এখন যেন হয়ে উঠেছে এক 'প্রাকৃতিক সাফারি স্পট', যেখানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাতি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন সবাই। তবে, বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছে বনবিভাগ।

দুর্ঘটনায় জখম চার শিশু পড়ুয়া সহ ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে টোটো উল্টে আহত হয়েছে ৪ খুদে পড়ুয়া সহ ৬ জন। ২১ জুলাই সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার বামনহাটের পুল পাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে বামনহাটের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে চলতে শুরু করে একটি টোটো। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে তাদের মায়েরাও ছিলেন। পুলপার এলাকায় হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল সামনে চলে আসায় টোটোচালক নিয়ন্ত্রণ হারায়। টোটোটি উল্টে যায়। চিৎকার শুনে পরপরই ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের উদ্ধার করে বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজন পড়ুয়া ও একজন অভিভাবিকার আঘাত গুরুতর ছিল। তাঁদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বামনহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটে যান ওই বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। তাঁরা আহত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেন, এবং সমস্ত ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিদ্যালয়ের এক সহ-শিক্ষক জানান, টোটোটি বিদ্যালয়ের নয়। অভিভাবকরাই ছুটির পর টোটোতে করে শিশুদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দিন কয়েক আগেই একইভাবে টোটো দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন সাহেবগঞ্জের একটি বেসরকারি বিদ্যালয় এর কয়েকজন শিক্ষার্থী। বারবার এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রশ্ন তুলছে পথ নিরাপত্তা নিয়ে।

বিজেপিকে তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর-

এই খবর জানতে পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ উত্তমের বাড়িতেও যান। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সেই ভরসা পেয়ে পরে আর আদালতে যাননি উত্তম।

২১ জুলাইয়ের সভাতে যোগ দিতে দু'দিন আগে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছান। সেখানে তাকে স্বাগত জানান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ২১ জুলাই সভা মঞ্চে যোগ দেবেন উত্তম কুমার ব্রজবাসী। তাঁর পরেই আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি তাকে সভামঞ্চে ডেকে নেন এবং তাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন তিনি।তৃণমূল নেত্রীর এই পদক্ষেপ শুধু এনআরসি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব নীতির বিরুদ্ধেও কড়া বার্তা।

শহিদ মঞ্চে উত্তমকে সামনে এনে মানবিক ও রাজনৈতিক দুই বার্তাই পৌঁছে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "আমরা উত্তমের পাশে রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর ভয় পাওয়ার কোনও বিষয় নেই।"

তৃণমূল কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "এবার ২১ শে জুলাই কোচবিহারের গর্বের দিন। কোচবিহারের রাজবংশী যুবক উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করলেন তাকে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে কিছুই করতে পারবে না আসাম সরকার,তার পাশে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"

জমি ফেরত না পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বৃদ্ধের

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: কোর্টের রায় পাওয়ার পরও নিজের জমি ফেরত না পেয়ে আদালত চত্বরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যক্তির।

কোর্টের রায় পাওয়ার পরও নিজের জমি ফিরে না পাওয়ায় দিনহাটা মহকুমা আদালত চত্বরে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন ওই ব্যক্তি। ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে সিতাইয়ের কেশরীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নোবার মিয়া আদালত চত্বরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর,দীর্ঘদিন ধরে তার জমি প্রতিবেশীরা দখল করে রেখেছিল। বিষয়টি নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পরে আদালত নোবার মিয়ার পক্ষেই রায় দেয়। কিন্তু রায় সত্ত্বেও তার জমি দখলমুক্ত না হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ ও হতাশা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা আদালত চত্বরে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানায় তার পরিবার। আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত মানুষ তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।

বাড়ি ফেরার পথে ব্যবসায়ীকে গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা: বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন এক ব্যবসায়ী। গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার বুনিয়াদপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে কাঁচা সবজি ব্যবসায়ী মনোজিৎ মন্ডল প্রতিদিনের মতো সোমবারো ব্যবসার টাকা কালেকশন করে ছোট চার চাকা গাড়ি একাই ড্রাইভ করে হরিরামপুর থানার অন্তর্গত দৌলতপুরের মেহেদী পাড়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন রাত্রি সাড়ে ৯ টা নাগাদ। দুটো বাইকে চারজন দুষ্কৃতী পিছু নেয় ওই ব্যবসায়ীর। কর্তিপাড়া মোড় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গাড়িতে গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ওই ব্যবসায়ীর ডানকানের নিচে গলায় এবং ডান কাধের নিচে পিঠে দুটো গুলি লাগে। ঘটনাস্থলে ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ব্যাগসহ টাকা নিয়ে পালায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এরপর অবস্থার অবনতি দেখে ডাক্তার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রেফার করে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

দৌড়ে প্রথম আলিপুরদুয়ারের নীলকণ্ঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিহারের পাটনায় আয়োজিত ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্স মিটে ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন ২৩ বছর বয়সি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাসিন্দা নীলকণ্ঠ রায়। গত ১৯ জুলাই, শনিবারের ওই প্রতিযোগিতায় তিনি সময় নেন ১ মিনিট ৫১ সেকেন্ড ৮৮ মিলি সেকেন্ড। বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত নীলকণ্ঠ, সেনাবাহিনীর অ্যাথলেটিক্স টিমেরও সদস্য। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যে খুশি পরিবার থেকে শুরু করে

প্রশিক্ষক, সকলেই। কোচ পরাগ ভৌমিক বলেন, "নীলকণ্ঠর এই সাফল্যে গর্ব হচ্ছে। ওর মতো ছেলেকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হবে, এগিয়ে আসবে খেলাধুলার জগতে।" ২০১৭ সালে দৌড় শুরু করেন নীলকণ্ঠ। প্রথমদিকে বাড়ির পাশের মাঠে বা রাস্তায় অনুশীলন করতেন।

পরবর্তীতে স্কুলজীবনে ইন্টারজোনাল অ্যাথলেটিক্স মিটে অংশ নেওয়ার পর থেকে অ্যাথলেটিক্সের প্রতি আগ্রহ বাড়ে তাঁর। শুরু করেন কঠোর অনুশীলন। প্রতিদিন ১৩ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে কখনও অটো, কখনও বাসে চেপে আলিপুরদুয়ার শহরে এসে চলত প্র্যাকটিস। এর আগেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। অল ইন্ডিয়া আর্মি ট্রায়ালের ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং রাজ্য মিটে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। নীলকণ্ঠর বাবা নিরেন রায় পেশায় শ্রমিক এবং মা মিনতি রায় একজন বিমা এজেন্ট। ছেলের সাফল্যে গর্বিত তাঁরা। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পতাকা উড়ানোর স্বপ্নপূরণে এগিয়ে চলেছে আলিপুরদুয়ারের এই স্বপ্নবাজ তরুণ।

বাংলা অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেল টোটোচালকের মেয়ে সালমা

নিজস্ব সংবাদদাতা

মালদা শহরের গয়েশপুরের রেল কলোনি অন্তর্গত এলাকায় অ্যাসবেস্টসের ছাদে ঢাকা আট বাই দশের ছোট একটি ঘরে বসেই বড় স্বপ্ন দেখছে টোটোচালকের মেয়ে সালমা খাতুন—একদিন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলে খেলবে সে। সেই স্বপ্নপূরণের পথে প্রথম ধাপে পৌঁছাতে সালমার সময় লেগেছে মাত্র এক বছর। ইতিমধ্যেই সে জায়গা করে নিয়েছে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলের বাছাইপর্বের প্রথম ৪২ জনের তালিকায়।

বাড়ির কাছেই মালদা রেলওয়ে মাঠে এক স্থানীয় ম্যাচে সালমার দুর্দান্ত বোলিং দেখে মুগ্ধ হয়ে যান হোয়াইট ইলেভেন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের দুই কোচ—প্রবীররঞ্জন দস্তিদার ও বাবু সাহা। এরপর মাত্র ছয় মাসের প্রশিক্ষণেই সালমা সুযোগ পায় জেলা মহিলা ক্রিকেট দলে। সালমা জানায়, "বাংলা দলে পাকাপাকি জায়গা করে নেওয়াই আমার প্রথম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে প্রতিদিন কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি।"

সালমার বাবা মহম্মদ সালাম হোসেন পেশায় টোটোচালক। সংসারে মা টুকটুকি বিবি এবং চার কন্যাসন্তান। সালমা তাঁদের মেজো মেয়ে। সে বর্তমানে মালদা রেলওয়ে গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। সালমার মা টুকটুকি বলেন, "সালমার হাতে প্রথম ক্রিকেট বল তুলে দিয়েছিলেন ওই দুই কোচ। এখন ওঁরাই আমার মেয়ের ক্রিকেটজীবনের অভিভাবক।"

গত জুনে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলের বাছাইপর্বে অংশ নিতে কলকাতায় যায় সালমা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মধ্যে তার লেগ স্পিন নজর কাড়ে নির্বাচক মনোজ তিওয়ারির। তখন সালমার বয়স মাত্র ১৪ বছর ৯ মাস, আর সেখানেই সে পৌঁছে যায় ৪২ জনের তালিকার ২০ নম্বরে।

এসআইটি কাপে চ্যাম্পিয়ন ইলা

নিজস্ব সংবাদদাতা

এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জয় করল ইলা পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হিন্দি স্কুল। ২৩ জুলাই, বুধবার শিলিগুড়ি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে তারা ২-০ গোলে মোবার্ট হাইস্কুলকে পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় রাজীব মুন্ডা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, এসআইটি ডিপ্লোমা কলেজের প্রিন্সিপাল অনিন্দ্য বসু, এসআইটি-র প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ জয়দীপ দত্ত, এসআইটি প্রফেশনাল স্টাডিজ কলেজের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ অরুন্ধতী চক্রবর্তী, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাস্কর রায় এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল নন্দিতা নন্দী প্রমুখ।

জয়ী মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌড়চন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে গ্রুপ 'বি'-র ম্যাচে ১৬ জুলাই, বুধবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪-০ গোলে হারিয়েছে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করেন অভিষেক রাউত, অনিরুদ্ধ ছেত্রী, ও ম্যাচের সেরা নিশান্ত ছেত্রী।

বিশ্বমঞ্চে সোনা জয় শিলিগুড়ির শর্মিষ্ঠা, পায়েলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

ব্যাংককে বিশ্ব স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা জিতে নজর কাড়লেন শিলিগুড়ির শর্মিষ্ঠা লাহিড়ি ও পায়েল বর্মন। মহিলাদের ৬৫ কেজি বিভাগে স্ট্রেংথ লিফটিং এবং ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে সোনা জিতেছেন শর্মিষ্ঠা। অন্যদিকে, ৭২ কেজি বিভাগে একই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পায়েল। শুধু তাই নয়, ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেসে ৭৭.৫ কেজি ওজন তুলে নতুন রেকর্ডও গড়েছেন তিনি।

আন্তঃস্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ডিএভি স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা

রয়্যাল অ্যাকাডেমি আয়োজিত আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল ডিএভি স্কুল। প্রথম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে পরাজিত করে তারাচাঁদ ধানুকা অ্যাকাডেমিকে। দ্বিতীয় খেলায় গোলশূন্য ড্র করে মাউন্ট জিয়ন স্কুলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, শেষ ম্যাচে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল ১-১ গোলে ড্র করে দুন হেরিটেজ স্কুলের সঙ্গে।

ব্যাডমিন্টনে রানার্স ক্যারল

নিজস্ব সংবাদদাতা

হরিনাভিতে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন সংস্থার রাজ্য জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সিঙ্গেলসে রানার্স হয়েছেন ক্যারল ছেত্রী। সায়ক সাহার সঙ্গে জুটি বেঁধে অনূর্ধ্ব-১৭ মিক্সড ডাবলস বিভাগেও রানার্স হয়েছেন ক্যারল।

টেনিসে নজরকাড়া সাফল্য শিলিগুড়ির

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (চ্যাপ্টার টু) প্রথম বর্ষ সৌভিক দে ট্রফি স্টেজ থ্রি টুর্নামেন্টে মহিলাদের সিঙ্গেলসে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল শিলিগুড়ি। চারজন সেমিফাইনালিস্টের মধ্যে তিনজনই ছিলেন শিলিগুড়ির খেলোয়াড়। তবে ফাইনালে রেইনবো টেবিল টেনিস কোচিং সেন্টারে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে শিলিগুড়ির প্রাচী ঘোষকে পরাজিত করে শিরোপা জেতেন উত্তর ২৪ পরগনার শুভাঙ্কৃতা দত্ত। অপর দুই সেমিফাইনালিস্ট ছিলেন সৃজনী বসু ও সমৃদ্ধি বণিক। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে ছেলেদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হন হিমনকুমার মন্ডল এবং রানার্স আপ হন রুদ্রনীল জানা। এই বিভাগে সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছেছিলেন শিলিগুড়ির বিশাল মন্ডল ও হাওড়ার আরিভ দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে হুগলির রূপম সর্দার জয়ী হন এবং রানার্স হন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেন হুগলির ঈশানকুমার রাই ও উত্তর কলকাতার সৌসার্জি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়ী সুকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য স্কুল ফুটবল সুপ্রিম কাপে ২২ জুলাই মঙ্গলবার কবি সুকান্ত হাইস্কুল ১-০ গোলে পরাজিত করেছে সেন্ট পিটার্স হাইস্কুলকে। চাঁদমণি ট্রাইবাল স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আয়োজিত ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন কবি সুকান্তর ফিরোজ খান।

জেলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা

দার্জিলিং জেলা জিম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ২৭ জুলাই জেলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপন মৈত্র জানান, অগ্রণী সংঘ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। সকাল ১১টা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

মঙ্গলদীপ লঞ্চ করল অনুশ্রীর নতুন ভেরিয়েন্ট

কলকাতা: আইটিসি মঙ্গলদীপ, ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধূপকাঠির ব্র্যান্ড, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাজারের জন্য অনুশ্রীর দুটি নতুন ভেরিয়েন্ট, লিলি ব্লসম এবং ডিলাক্স লঞ্চ করেছে।

ব্র্যান্ডটি তার আইকনিক অনুশ্রী ইয়েলো প্যাকের সুগন্ধও সতেজ করেছে এবং একটি নতুন মূল্য প্রস্তাব চালু করেছে। প্রতি প্যাকে ২০% অতিরিক্ত স্টিক, এখন মোট ৬০টি স্টিক অফার করছে। আইটিসি লিমিটেডের আগরবাত্তি ও ম্যাচেস ডিভিশনের বিভাগীয় সিইও গৌরব তায়াল বলেছেন, “আনুশ্রীর নতুন অফারের মাধ্যমে মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে ভারতীয় পরিবারকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের প্রতিশ্রুতি।”

এক বিশেষ ইভেন্টে শতাধিক বাণিজ্যিক অংশীদারের উপস্থিতিতে এই লঞ্চ উদযাপন করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়, পশ্চিমবঙ্গে ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছে অ্যাক্সিস ব্যাংক

কলকাতা: ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি (NEWS) -এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ২০২২ সাল থেকে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে ১৬ হেক্টর ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, ২০২৮ সালের মধ্যে দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগনা উভয় জেলায় ৭ লক্ষ চারা রোপণের মাধ্যমে মোট ১৩৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার করা। অভিযানের উদ্দেশ্য, উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাহায্য করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা এবং পরিবেশগত সংরক্ষণের প্রচারে মনোযোগ দেওয়া।

এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাটিতে থাকা কার্বনের পরিমাপ করা- যা জলবায়ু পরিবর্তনের উপরে এই প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পরিমাপযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে এবং সুন্দরবনে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বাস্তুতান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করতে পারে। ভারত সরকারের মিশন – মিস্টি (ম্যানগ্রোভ ইনিসিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিট্যাটস্ অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকাম) - এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই প্রকল্পটি বিশেষ করে ‘জলবায়ু কর্মকাণ্ড’ (SDG 13) এবং ‘জলের নীচে জীবন’ (SDG 14)- এর উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখে।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করে, অ্যাক্সিস ব্যাংকের গ্রুপ এক্সিকিউটিভ এবং হোলসেল ব্যাংক কভারেজ অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি বিভাগের প্রধান শ্রী বিজয় মুলবাগল বলেন, “অ্যাক্সিস ব্যাংকে আমরা পরিবেশগত স্থায়িত্বকে ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক বৃদ্ধির ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে দেখি। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য হটস্পটকে রক্ষাই করছি না বরং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘকালীন জীবিকার সুযোগ তৈরি করে তাদের ক্ষমতায়নও করছি। এই উদ্যোগ এক সবুজ, আরও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে।”

এ প্লাস চার্জ, অ্যাথার এনার্জির সাথে অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে

শিলিগুড়ি: উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৈদ্যুতিক যানবাহন (EV) চার্জিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য এ প্লাস চার্জ ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক দ্বি-চাকার গাড়ি প্রস্তুতকারক অ্যাথার এনার্জির সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এই অংশীদারিত্ব কৌশলগত স্থানে উন্নত দ্রুত চার্জার স্থাপন করবে, অ্যাথার-এর চার্জিং ক্ষমতাকে এ প্লাস-এর উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন অবকাঠামোর সাথে একীভূত করবে। চার্জিং পয়েন্টগুলি এ প্লাস চার্জ দ্বারা চালিত হবে, যা নির্বিঘ্নে আপটাইম এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে এবং এই অঞ্চলে EV চার্জিং অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

এ প্লাস চার্জ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সাম্যক জৈনের মতে, এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বে EV গ্রহণকে ত্বরান্বিত করা এবং অঞ্চলের শীর্ষ ফুল-স্ট্যাক চার্জ পয়েন্ট অপারেটর হিসাবে এ প্লাস চার্জ-এর অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

এই অংশীদারিত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, শিলং এবং শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্রগুলিতে মনোনিবেশ করা হবে, উত্তর-পূর্বের জোরহাট, ডিমাপুর এবং আগরতলায় আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই শহরগুলিতে ইনস্টলেশন শুরু হতে চলেছে, যা ভারতে একটি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ইভি ইকোসিস্টেম বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

মেসে ফ্রাঙ্কফার্ট এবং এমইএক্স এক্সিবিশনের কৌশলগত সহযোগীতা

কলকাতা: মেসে ফ্রাঙ্কফার্ট এবং এমইএক্স এক্সিবিশন গিফটিং এবং স্টেশনারি ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি প্যান ইন্ডিয়া ইন্টিগ্রেটেড বিজনেস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে একটি কৌশলগত জোটে প্রবেশ করেছে। এই অংশীদারিত্ব বিভিন্ন প্রদর্শনী পোর্টফোলিওকে একত্রিত করবে, যার মধ্যে থাকবে গিফটস ওয়ার্ল্ড এক্সপো এবং পেপারওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া। এই দেশব্যাপী পদ্ধতি বিস্তৃত বাজার অ্যাক্সেস করতে, বছরব্যাপী বিজনেস এনগেজমেন্ট বাড়ানো এবং ব্র্যান্ডগুলির দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। এই জোটের লক্ষ্য সারা দেশে এবং তার বাইরে থেকে প্রস্তুতকারক, উদ্ভাবক এবং ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সমগ্র ভারতে তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি তৈরি করা।

পিডব্লিউএনএসএটি ২০২৫-এর বৃত্তান্ত

মালদা: ফিজিক্সওয়ালাহ (পিডব্লিউ) তার পিডব্লিউএনএসএটি ২০২৫ বৃত্তি পরীক্ষার চতুর্থ এডিশন নিয়ে এল। এটি একটি জাতীয় স্তরের বৃত্তি পরীক্ষা যার লক্ষ্য নিট-ইউজি এবং আইআইটি-জেইই প্রার্থীদের সমর্থন করা। পরীক্ষাটি অনলাইন মোডে পরিচালিত হবে ১ - ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এবং মালদায় অফলাইন মোডে চলবে ৫- ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য এবং যারা পিসিএম এবং পিসিবি স্ট্রীমে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকবে। পরীক্ষার ফলাফল ২৫ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে। সেরা পরীক্ষার্থীরা নগদ পুরস্কার এবং সম্পূর্ণ ফিজ কভারেজ সহ ১০০% স্কলারশিপ পাবেন। এক্সক্লুসিভ র‍্যাঙ্কার্স গ্রুপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য মেন্টরশিপ এবং স্ট্র্যাটেজিক গাইডেন্স দেওয়া হবে।

ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য মেকমাইট্রিপ নিয়ে এসেছে গ্লোবাল ট্যুর

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন ভ্রমণ সংস্থা মেকমাইট্রিপ একটি ট্যুরস অ্যান্ড অ্যাট্রাকশনস বুকিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যা ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ১৩০টি দেশের ১১০০টি শহরে ২০০,০০০ এরও বেশি বুকিংযোগ্য কাজে অ্যাক্সেস প্রদান করবে। এই প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হল তথ্য, বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলিকে একত্রিত করে বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার পরিকল্পনাকে সহজ করা। প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হল বৈষম্য দূর করা এবং বুকিং করতে আগ্রহী ভ্রমণকারীদের জন্য স্পষ্টতা প্রদান করা।

এই উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মেকমাইট্রিপ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগো বলেন, ভারতীয়রা যখন বিদেশ ভ্রমণ করেন তখন অভিজ্ঞতা ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে ওঠে, তবুও সেগুলি আবিষ্কার করা এবং বুক করা যাত্রার সবচেয়ে খণ্ডিত দিকগুলির মধ্যে একটি। আমাদের প্রচেষ্টা হল আবিষ্কার এবং বুকিং অভিজ্ঞতাকে ফ্লাইট, হোটেল এবং স্থল পরিবহন বুকিংয়ের মতো সহজ, সুবিধাজনক এবং ব্যক্তিগতকৃত করা।

এই প্ল্যাটফর্মটি ভ্রমণকারীদের বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে বিভিন্ন আইকনিক ল্যান্ডমার্ক এবং অনন্য অভিজ্ঞতা আবিষ্কার এবং প্রি-বুকিং করার সুযোগ দেয়। প্ল্যাটফর্মটি অবশ্যই দেখার মতো দর্শনীয় স্থান বা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করার জন্য একটি সুবিধাজনক প্রবেশদ্বার। ব্যবহারকারীরা INR-তে ক্রিয়াকলাপ ব্রাউজ এবং বুক করতে পারেন, সমস্ত বুকিং ‘MyTrips’ বিভাগে একীভূত করে। এই প্ল্যাটফর্মটি ভ্রমণের প্রতিটি পর্যায়ে সহায়তা করে।

টয়োটা গ্লাঞ্জায় ছয়টি এয়ারব্যাগ, ‘প্রেস্টিজ এডিশন’ ঘোষণা

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) তার নতুন প্রেস্টিজ প্যাকেজে টয়োটা গ্লাঞ্জার সমস্ত ভেরিয়েন্টে ছয়টি স্ট্যান্ডার্ড এয়ারব্যাগ যুক্ত করেছে। স্টাইলিশ ডিজাইন, জ্বালানি সাশ্রয় এবং ঝামেলামুক্ত মালিকানার অভিজ্ঞতার জন্য ইতিমধ্যেই মানুষের মন জয় করেছে এই গাড়ি। এবার ছয়টি এয়ারব্যাগ চালক এবং যাত্রী উভয়কেই ব্যাপক সুরক্ষা দেবে। ৩১শে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত উপলব্ধ এই প্রেস্টিজ প্যাকেজে ডিলার-ফিটেড বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক জিনিসও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, প্রিমিয়াম ডোর ভাইজার, ক্রোম এবং ব্ল্যাক অ্যাকসেন্ট সহ বডি সাইড মোল্ডিং, রিয়ার ল্যাম্প গার্নিশ, ওআরভিএম এবং ফেন্ডারের জন্য ক্রোম গার্নিশ, রিয়ার স্কিড প্লেট, লাইটিং ডোর সিল এবং লোয়ার গ্রিল গার্নিশ।

২ লক্ষেরও বেশি ইউনিট বিক্রির সঙ্গে ভারতে ছয় বছর উদযাপন করছে টয়োটা গ্লাঞ্জা। টয়োটার সিগনেচার ৬০ মিনিটের এক্সপ্রেস রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা, অল-টাইম রোড-সাইড সহায়তা এবং ফ্লেক্সিবল ও ইউজার ফ্রেন্ডলি আর্থিক বিকল্প, গ্লাঞ্জাকে ভারতীয় পরিবারের কাছে অন্যতম পছন্দের গাড়ি করে তোলে। উন্নত ও আপগ্রেডেড বৈশিষ্ট্য সহ টয়োটা গ্লাঞ্জার দাম শুরু হচ্ছে আকর্ষণীয় মূল্য ৬.৯০ লক্ষ টাকা [এক্স শোরুম] থেকে।

টাটা মোটরস-নিয়ে এল ব্র্যান্ড-নিউ এস প্রো

কলকাতা: টাটা মোটরস, ভারতের অন্যতম যানবাহন প্রস্তুতকারক, তার ব্র্যান্ড-নিউ টাটা এস প্রো লঞ্চ করে ছোট মালবাহী পরিবহনের বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এটি ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী চার চাকার মিনি ট্রাক, যা মাত্র ৩.৯৯ লক্ষ টাকা দামে উপলব্ধ।

পেট্রোল, দ্বি-জ্বালানি (সিএনজি + পেট্রোল) এবং বৈদ্যুতিক এডিশনগুলির সাথে গাড়িটি নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার সাথে সাথে ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সেরা বিকল্প নির্বাচন করার সুযোগ দেয়।

এই প্রসঙ্গে, কোম্পানির কমার্শিয়াল ভেহিকেলস-এর এসসিভিপিইউ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিজনেস হেড মিঃ পিনাকী হালদার বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের গতিশীল অর্থনীতির জন্য কম্প্যাক্ট, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী মালবাহী সমাধানের প্রয়োজন, যা কলকাতার ব্যস্ত বাণিজ্য থেকে শুরু করে পাহাড়ি ও উপকূলীয় জেলাগুলির গ্রামীণ বাণিজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, এর জন্য আমাদের এস প্রো একেবারে উপযুক্ত।”

তিনি আরও যোগ করে বলেন, “আমাদের এই মিনি-ট্রাকগুলি তৎপরতার সাথে উত্তরবঙ্গের কালিম্পং এবং দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একেবারে আদর্শ, যা চা এবং ফুল চাষের পরিবহনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এমনকি, স্টার গুরু সমর্থন এবং টাটা মোটরসের বিস্তৃত পরিষেবা নেটওয়ার্কের সাহায্যে, এস প্রো পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত লজিস্টিক ল্যান্ডস্কেপের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়।”

টাটা মোটরসের অনলাইন বিক্রয় প্ল্যাটফর্ম ফ্লিট ভার্স ব্যবহার করার পাশাপাশি, গ্রাহকরা তাদের পছন্দের ভেরিয়েন্টটি কোম্পানির ১২৫০টি টাচপয়েন্টের যেকোনো একটি থেকে রিজার্ভ করতে পারবেন। এমনকি, এই টাটা এস প্রো যাতে সহজেই কেনা যায়, সেইজন্য কোম্পানি শীর্ষ ব্যাংক এবং এনবিএফসিগুলির সাথেও অংশীদারিত্ব করেছে।

শুধু তাই নয়, এস প্রো দেশ জুড়ে ২,৫০০ টি সার্ভিস এবং স্পেয়ার আউটলেটে সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্টার গুরু নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক্সপার্ট সহায়তার নিশ্চয়তা দেয়। একইসাথে, EV-নির্দিষ্ট পরিষেবা কেন্দ্র এবং রাস্তার পাশে ২৪X৭ সহায়তা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপটাইম এবং মানসিক শান্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

৪-৬ বছরেই বুস্টার ডোজ, গুরুতর রোগ থেকে রক্ষা

কলকাতা: ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পের্টুসিস এবং পোলিওর মতো গুরুতর রোগ থেকে রক্ষা পেতে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন স্কুলে ভর্তির আগেই বাচ্চাদের যেন বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। কলকাতার ভাগীরথী নিওটিয়া হাসপাতালের কনসালট্যান্ট নিওনাটোলজিস্ট এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ লোকেশ পান্ডের মতে, “৪-৬ বছর বয়সে বুস্টার ডোজ পেলে শিশুদের শরীরে শক্তিশালী অনাক্রম্যতা তৈরি হয়, যা গুরুতর অসুস্থতা থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেয়।”

৬, ১০ এবং ১৪ সপ্তাহ বয়সে প্রাথমিক ডিটিপি টিকাকরণ, তারপর ১৬-২৪ মাসে একটি বুস্টার ডোজ জরুরী। প্রতিরক্ষামূলক অ্যান্টিবডির স্তর বজায় রাখার জন্য ৪-৬ বছর বয়সে আরেকটি বুস্টার ডোজ সুপারিশ করা হয়। জন্মের সময় ওপিভি (ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন), ৬, ১০ এবং ১৪ সপ্তাহে একবার করে এবং ৬ মাস বয়সে আইপিভি (ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন) বুস্টার ডোজ দেওয়া আবশ্যক। স্কুল শুরুর আগেই আপনার সন্তানের এই টিকাকরণের রেকর্ড আপ-টু-ডেট রাখতে হবে।

২৫ বছর ধরে বিনিয়োগকারীদের পরিষেবায় বন্ধন এএমসি

25 YEARS Bandhan AMC

কলকাতা: ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগকারীদের পরিষেবা দেওয়ার ২৫ বছর উদযাপন করছে বন্ধন এএমসি। এই উপলক্ষে তারা “রাজু ভাইয়া কি কাহানি” নামে একটি নস্টালজিক ফিল্ম লঞ্চ করেছে। যা প্রতিদিনের সঞ্চয় থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিনিয়োগের গল্প তুলে ধরে।

বন্ধন এএমসি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদের ফান্ড, সরকারী সিকিউরিটিজ ফান্ড, ডায়নামিক বন্ড ফান্ড সহ বেশ কয়েকটি পণ্য নিয়ে এসেছে। তারা ওয়ান ইডিয়ট, রিটার্ন অফ ওয়ান ইডিয়ট, দত্তে রাহো, এবং বি স্মার্ট - স্টে ইনভেস্টেড-এর মতো প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আর্থিক সচেতনতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোম্পানি তার ১০০ তম শাখা চালু করেছে এবং তিনটি ভারত-কেন্দ্রিক তহবিল দিয়ে গিফট সিটিতে কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও, কোম্পানিটি বেদার্থ চালু করেছে, যা হল সম্পদ সৃষ্টির প্ল্যাটফর্ম, তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি এবং নির্দিষ্ট আয়ের সমাধান অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট পণ্য অফার করে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট এবার পেল নতুন রূপ

কলকাতা: এবার নতুন রূপে মুম্বই ও গোয়ায় রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট। এই উদ্ভাবনী ডিজাইনে লম্বা এবং মসৃণ কাচের বোতলে রাখা হয়েছে প্রিমিয়াম ক্লিয়ার-অন-ক্লিয়ার লেবেল। প্রত্যেকটি বোতল ট্রিপল সিলেক্ট প্রমিস নিয়ে ক্রাফট করা যা ব্র্যান্ডের কারুশিল্প এবং বৈচিত্র্যের প্রতি অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। পেরনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার প্রধান বিপণন কর্মকর্তা কার্তিক মহিন্দ্রার মতে, “এই নতুন ডিজাইন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি যারা বিচক্ষণতা ও স্বতন্ত্রতা পছন্দ করেন।” এই রি-ডিজাইন করা রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট গ্রাহকদের পরিশীলিত রুচি এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে যায়। প্রথমে মুম্বই ও গোয়া পরে সারা ভারতে এই ডিজাইন লঞ্চ করা হবে।

মজার মোড়কে চুপা চুপস-এর নতুন ক্যাম্পেইন লঞ্চ

নয়াদিল্লি: চুপা চুপস তার ফরএভার ফান ফিলোসফির ওপর ভিত্তি করে নিয়ে এল তাদের নতুন ক্যাম্পেইন “সমঝ কে বাহার”। ক্যাম্পেইনের ধারণা তৈরি করেছে ওগিলভি। ওয়েস্টশেয়ারড-এর চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার অনুরাগ অগ্নিহোত্রি জানিয়েছেন, কীভাবে একটি সাধারণ মুহূর্তকে চুপা চুপস অসাধারণ করে তোলে, সেটাই এই ক্যাম্পেইনে দেখানো হয়েছে।

এই ক্যাম্পেইন চুপা চুপস-এর সিগনেচার টক- মিষ্টি স্বাদের অদ্ভুত প্রভাবের কথা তুলে ধরে। টিভিসিতে একদল বন্ধুকে ক্যারাম খেলতে দেখানো হয়। যখনই তারা চুপা চুপসে কামড় দেয় তখন পরিস্থিতি হাস্যকর হয়ে ওঠে। এভাবেই কোম্পানি হাসি মজায় নতুন গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে।

পিডব্লিউএনএসএটি ২০২৫-এ রেজিস্ট্রেশনের তথ্য

শিলিগুড়ি: ফিজিক্সওয়ালাহ (পিডব্লিউ) তার পিডব্লিউএনএসএটি ২০২৫ বৃত্তি পরীক্ষার চতুর্থ এডিশন নিয়ে এল। এটি একটি জাতীয় স্তরের বৃত্তি পরীক্ষা যার লক্ষ্য নিট-ইউজি এবং আইআইটি-জেইই প্রার্থীদের সমর্থন করা। পরীক্ষাটি অনলাইন মোডে পরিচালিত হবে ১- ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এবং শিলিগুড়িতে অফলাইন মোডে চলবে ৫ - ১২ অক্টোবর, পর্যন্ত। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য এবং যারা পিসিএম এবং পিসিবি স্ট্রীমে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন খোলা থাকবে। পরীক্ষার ফলাফল ২৫ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে। সেরা পরীক্ষার্থীরা নগদ পুরস্কার এবং সম্পূর্ণ ফিজ কভারেজ সহ ১০০% স্কলারশিপ পাবেন। এক্সক্লুসিভ র‍্যাঙ্কার্স গ্রুপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য মেন্টরশিপ এবং স্ট্র্যাটেজিক গাইডেন্স দেওয়া হবে।

বর্ষার জন্য আয়ুর্বেদিক ডায়েট: প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল এবং স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

ডাঃ মধুমিতা কৃষ্ণান, আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ

কলকাতা: বর্ষাকালে ত্বক নিস্তেজ, প্রাণহীন এবং অনুজ্জ্বল দেখায়। প্রত্যেকেই এমন প্রতিকারের সন্ধান করেন যা বেশিরভাগ ত্বকের গভীরে কাজ করে, যা সাময়িকভাবে স্বস্তি দেয় এবং মাঝে মাঝে একাধিকবার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, যার ফলে ফুসকুড়ি (র্যা শ), কালো দাগ, চুলকানি ইত্যাদির মতো প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। তাই, আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুমিতা কৃষ্ণান ত্বকের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সহজ প্রাকৃতিক প্রতিকার অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। তিনি আপনার খাদ্যতালিকায় অ্যালমন্ড, ভেষজ চা এবং হলুদের মতো প্রাকৃতিক খাবার অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্যকর খাওয়ার উপর মনোযোগ দেওয়ার এবং সচেতন খাবার পছন্দ করার পরামর্শ দেন। আয়ুর্বেদ পরামর্শ দেয় যে পরিষ্কার খাবার তিনটি দোষ - বাত, পিত্ত এবং কফ - ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে যা ত্বকের পাশাপাশি সামগ্রিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, কারণ স্বাস্থ্যকর ত্বকের মূল চাবিকাঠি হল একটি ভাল বিপাক।

অ্যালমন্ডের মতো পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন

বাত দোষের ভারসাম্য বজায়

রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যালমন্ড কেবল ঋতুর ভারসাম্যহীনতাই দূর করে না বরং শরীরের ভেতরের সমস্ত টিস্যুকে শক্তি যোগায় এবং পুনরুজ্জীবিত করে। প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক প্রস্তুতিতে অ্যালমন্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, যা ভারত ব্যাপী মানুষ ব্যাপকভাবে অনুসরণ করে। ত্বকের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, ডাঃ মধুমিতা স্বাস্থ্যকর , উজ্জ্বল ত্বক অর্জনের জন্য প্রতিদিনের জলখাবার হিসাবে অ্যালমন্ড যোগ করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা এবং ইউনানির মতো ঐতিহ্যবাহী প্রকাশিত লেখাগুলিতে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অ্যালমন্ডের উপকারিতা তুলে ধরে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে এর ক্ষমতার উপর জোর দেয়।

খাদ্যতালিকায় ভেষজ চা (হার্বাল টি) যোগ করার চেষ্টা করুন

আদা, তুলসীপাতা (পবিত্র তুলসী)

এবং ক্যামোমাইলের মতো ভেষজ চা শরীরকে বিষমুক্ত (ডিটক্স) করতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে, যার ফলে ত্বক আরও পরিষ্কার হয়। এই ভেষজ চা দোষগুলির (বাত, পিত্ত এবং কাফ) ভারসাম্য বজায় রাখে এবং প্রদাহ কমায়, ব্রণের মতো ত্বকের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে। ডাঃ মধুমিতা তাজা আদার টুকরো পানিতে ফুটিয়ে এবং স্বাদের জন্য এক চিমটি মধু যোগ করে একটি প্রশান্তিদায়ক আদা চা তৈরি করার পরামর্শ দেন যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং ত্বককে ভেতর থেকে সতেজ করে তোলার জন্য আদর্শ।

মৌসুমি ফল এবং শাকসবজি যুক্ত করুন

আয়ুর্বেদে, ডালিম, আপেল এবং নাশপাতির মতো মৌসুমি ফল খাওয়া শরীরের দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে বলে বিশ্বাস করা হয়, কিছু ফল হজমশক্তি বাড়ায়, অন্যগুলি শরীরকে পুষ্ট করে এবং একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। হালকা মিষ্টি এবং টক স্বাদের ফলগুলি বাত

দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে, টিস্যুর বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করে যার ফলে ত্বকের স্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বলতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আপনার দৈনিক খাদ্যতালিকায় এই ফলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না, জলখাবার হিসেবে উপভোগ করুন অথবা স্যালাড ও স্মুদিতে যোগ করুন।

সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি অবশ্যই খাওয়া উচিত

আয়ুর্বেদ অনুসারে, পালং শাক,

মেথি, ধনে পাতাযুক্ত শাকসবজি তাদের তিক্ত, কষা স্বাদের মাধ্যমে রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং শরীরের দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে, শরীরকে বিষমুক্ত করে, টিস্যুতে পুষ্টির জোগান দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে তোলে। স্যুপ, স্টু বা তরকারিতে যোগ করার মাধ্যমে এই পাতাযুক্ত শাকসবজিগুলিকে আপনার খাবারে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং দেখুন কি ম্যাজিক ঘটে।

ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য মশলার ব্যবহার

আয়ুর্বেদ অনুসারে, হলুদ তার প্রদাহ-বিরোধী এবং

অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত, যা ত্বকের লালচেভাব কমাতে এবং ব্রণ প্রতিরোধে কার্যকর। এটি স্বাদে তেতো, যা ভেতর থেকে বিষমুক্তকরণে সাহায্য করে, বাত দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং হজমের উন্নতিতে সহায়তা করে। এতে কারকিউমিন থাকে, যা ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়াতে পারে এবং রঞ্জকতা কমাতে পারে। একটি প্রশান্তিদায়ক পানীয়ের জন্য, আপনি গরম দুধ এবং মধুর সাথে হলুদ মিশিয়ে হলুদ চা তৈরি করতে পারেন।

স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের জন্য ঘি যোগ করুন

আয়ুর্বেদ অনুসারে, ঘি একটি পুনরুজ্জীবন প্রদানকারী অমৃত হিসেবে বিবেচিত যা দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং গভীর পুষ্টি প্রদান করে সুস্থ ত্বককে সমর্থন করে। স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের উৎস হিসেবে, ঘি ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায়, এটিকে নমনীয় এবং আর্দ্র রাখে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে যা ত্বককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং অকাল বার্ধক্য থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। একটি পুষ্টিকর প্রাতঃরাশের জন্য, গরম দুধ বা পোরিজে অল্প পরিমাণে ঘি যোগ করার চেষ্টা করুন।

ডাঃ মধুমিতা আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকৃতিক প্রতিকার গ্রহণের পরামর্শ দেন যাতে শরীরকে ভেতর থেকে বিষমুক্ত করা যায়, বাত

দোষের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, হজমশক্তি উন্নত করা যায় এবং সমস্ত টিস্যুতে পুষ্টির জোগান দেওয়া যায়। এই পদ্ধতি ত্বককে জ্বালা, অ্যালার্জি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, সামগ্রিক ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে উন্নত করতে পারে।

ভালো ঘুমের জন্য সাহায্যকারী সেরা সুগন্ধিগুলি কী কী, জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

কিছু নির্দিষ্ট সুগন্ধি-যেমন ল্যাভেন্ডার, ভ্যানিলা এবং ক্যামোমাইল-তাদের শান্ত প্রভাবের জন্য পরিচিত এবং শিথিলতা প্রচার করতে পারে। কিন্তু আপনি কি জানেন শয়নকক্ষ এবং অন্যান্য জায়গায় একটি শান্ত পরিবেশ তৈরি করতে এই সুগন্ধিগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়? এইচটি লাইফস্টাইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, সরাফ ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এবং রোজমুরের পরিচালক রিধিমা কানসাল আপনার বাড়িতে সুগন্ধি অন্তর্ভুক্ত করার কিছু উপায় ভাগ করেছেন। রঘুনাথন বলেন, "এমন একটি শয়নকক্ষ তৈরি করা যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্রামকে উৎসাহিত করে নরম আলো এবং ভালো বিছানার চেয়েও বেশি-সুগন্ধি একটি শান্ত পরিবেশ তৈরিতে একটি অতিরিক্ত স্তর হয়ে উঠছে। আসবাবপত্রের টেক্সচার এবং রঙ যেমন মেজাজ ঠিক করতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনই সঠিক গন্ধ শরীরকে বলতে পারে যে বিশ্রাম নেওয়ার এবং ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এসেছে। তিনি আরও বলেন, লিনেন, তুলো এবং কাঠের মতো প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে নরম সুগন্ধের সাথে যুক্ত করা একটি বহুসংবেদনশীল পরিবেশে অবদান রাখে যা পুনরুজ্জীবিত বোধ করে। আসবাবপত্রের ডিজাইনাররাও এই সংবেদনশীল বন্ধনকে লক্ষ্য করছেন। রিধিমার মতে, 'একটি ভালো রাতের ঘুমের জন্য মেজাজ তৈরি করতে' গন্ধ একটি শক্তিশালী শক্তি। তিনি বলেছিলেন যে একটি মনোরম পরিবেশের বাইরে, কিছু ঘরোয়া সুগন্ধের 'মনকে শান্ত করার, উদ্বেগকে শান্ত করার এবং শরীরকে বিশ্রামের

জন্য প্রস্তুত করার প্রকৃত সম্ভাবনা রয়েছে'। রিধিমা বলেন, "ল্যাভেন্ডার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘুমের সহায়ক হতে পারে এবং রক্তচাপ হ্রাস করার সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছে, যা শরীরকে শিথিল করার নির্দেশ দেয়। ক্যামোমাইল, আরেকটি পুরানো প্রিয়, একটি মৃদু, ভেষজ গন্ধ প্রদান করে যা ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করে এবং সাধারণত স্ট্রেস রিলিফের সাথে যুক্ত। তিনি আরও বলেন, "যদি আরও সমসাময়িক অনুভূতি আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে চন্দন, সিডারউড এবং লোবানের সংমিশ্রণ একটি গ্রাউন্ডিং, মাটির গন্ধ প্রদান করে যা শিথিলতাকে উৎসাহিত করে। ইতিমধ্যে, জুঁইয়ের মতো ফুলের সুগন্ধগুলি ধীর-তরঙ্গের ঘুম বাড়ানোর মাধ্যমে ঘুমের গুণমান উন্নত করতে দেখা গেছে, যে গভীর পর্যায়ে শরীর আসলে নিজেকে পুনর্নবীকরণ করে। রঘুনাথনের মতে, ল্যাভেন্ডার, ক্যামোমাইল, মিশরীয় তুলো, চন্দন কাঠ এবং বার্গামোট তাদের শান্ত বৈশিষ্ট্য এবং চাপ-উপশমকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য জনপ্রিয় পছন্দ। তিনি বলেন, "শোবার ঘরে এখন সুগন্ধী তেলের জন্য ডিফিউজার বা ট্রে রাখার জন্য সূক্ষ্ম কুলুঙ্গি সহ বিছানার পাশের টেবিল রয়েছে।" "সুস্থতা এবং ঘুম বাড়ির নকশাকে ক্রমবর্ধমানভাবে অবহিত করার সাথে সাথে একটি শয়নকক্ষকে অভয়ারণ্যের মতো অনুভব করা উচিত সে সম্পর্কে সুগন্ধি বৃহত্তর আলোচনার অংশ হয়ে উঠছে। মিস্টেড লিনেন স্প্রে, হালকাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সুগন্ধি তেল বা হালকা সুগন্ধযুক্ত মোমবাতির মাধ্যমে, সুগন্ধি যত্নশীল আসবাবপত্র এবং সজ্জা নির্বাচনের দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলিতে আরাম এবং শিথিলতা যোগ করার সর্বব্যাপী উপায় সরবরাহ করে, রঘুনাথন যোগ করেছেন। রিধিমা আরও বলেন যে, 'সঠিক ডেলিভারি গাড়ি বেছে নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ'। ঘুমানোর প্রায় ৩০ মিনিট আগে সুগন্ধী তেলগুলি ছড়িয়ে দেওয়া একটি স্থিতিশীল, আরামদায়ক সুগন্ধ তৈরি করতে পারে। অথবা শোবার ঘরে সুগন্ধি যোগ করার সহজ এবং কার্যকর উপায়ের জন্য সুগন্ধি মোমবাতি বা লিনেন স্প্রে বেছে নিন। এই সুগন্ধিগুলির যত্ন সহকারে সংহতকরণের মাধ্যমে, আপনি আপনার শয়নকক্ষকে একটি নির্মল অভয়ারণ্যে পরিণত করতে পারেন, যা শয়নকালকে কেবল আরও আকর্ষণীয়ই নয়, আরও পুনরুজ্জীবিতও করে তোলে।

গ্রামের মধ্যেই মদ ও মধুচক্রের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার: দিনহাটার নাজিরহাটের বেলবাড়ি বাজারে মধুচক্র ও মদের আড্ডা হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা।১৬ই জুলাই বুধবার সকালে নাজিরহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর শেওরাগুড়ি বেলবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে অবৈধ মদের ব্যবসা ও মধুচক্র চালানোর অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের সন্দেহের ভিত্তিতে এদিন ওই বাড়িতে হানা দেন এবং বাড়ির মালিক সহ দুই মহিলাকে হাতে-নাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই ওই বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রথমদিকে মৌখিকভাবে বাড়ির মালিককে সতর্ক করা হলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি।পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বিশেষ করে এলাকার পরিবেশ ও স্কুলপড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা।এরপর কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন তারা।

এই ঘটনা সম্পর্কে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কুমার প্রশান্ত নারায়ণ জানান এই বাড়ির মালিক মানিক মোদকের বিরুদ্ধে আগেও অবৈধ মদের ব্যবসার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁকে সতর্ক করা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। সম্প্রতি খবর আসে বাইরে থেকে দুই মহিলাকে এনে ওই বাড়িতে দেহ ব্যবসা শুরু করেছে,আমি নিজে গ্রামবাসীদের বিশেষ করে মহিলাদের অনুরোধ করি বিষয়টি নজরে রাখতে।এইদিন সকালের অভিযানে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

তিনি জানান গ্রামবাসীরা আজ সকালে ওই বাড়িতে হাজির হয় ও সকলকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে মদের বোতল,অবৈধ কার্যকলাপের প্রমাণ। ঘটনাস্থল থেকে খবর দেওয়া হয় নাজিরহাট ক্যাম্পে, পুলিশ এসে অভিযুক্তদের আটক করে। নাজিরহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রূপালী বর্মন বলেন মানিক মোদকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল। তাকে বারবার সতর্ক করা হলেও সে শোনেনি। বরং আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ও দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। আমরা পরিকল্পনা করে তাকে ধরে ফেলি।এখন আমাদের একটাই দাবি এদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

গ্রামের মহিলারা ইতিমধ্যেই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। তাঁরা সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে চলেছেন। তাঁদের একটাই বার্তা এই ঘটনা যেন অন্য কোনও গ্রামে না ঘটে তার জন্য অপরাধীদের কঠোর শাস্তি চাই।

শীতলকুচির কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশী সন্দেহে ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার: বিজেপিশাসিত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের বেশ কিছু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে হরিয়ানার গুরুগ্রামে শ্রমিকের কাজ করছেন। মঙ্গলবার রাতে তাদের মধ্যে একজন পার্থপ্রতিম রায়কে ফোন করে জানান, তাঁরা বাংলায় কথা বলেন বলে বাংলাদেশি সন্দেহে তাদেরকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে।ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তাদের হয়রানি বন্ধ হচ্ছে না। তিনি বলেন, "পুলিশ

সমস্ত নথিকে জাল বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। বাড়ি থেকে রেশন কার্ড না হলে পুরোনো জমির কাগজ নিয়ে যাওয়ার ফরমান দিচ্ছে। সকলেই উদ্বেগের মধ্যে আছে। আমরা তাদের পাশে রয়েছি।" পার্থপ্রতিম আরও বলেন, "ওই বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ রাজবংশী, কেউ বা নস্যশেখ মুসলমান। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে তাঁদের সহযোগিতার জন্য দলের সাথে কথা বলে গুরুগ্রামেই পৌঁছব। এই ধরনের বিদ্বেষ এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এটা খুব চিন্তার বিষয়।"

দিন কয়েক আগেও দিল্লি ও রাজস্থানে বেশ কোচবিহারের বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করেছিল পুলিশ। বিজেপির কোচবিহাত দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "প্রচুর পরিমাণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী দেশে ঢুকে পড়েছে। প্রত্যেকটি রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। যারা স্থানীয় বাসিন্দা তাঁদের কোনও অসুবিধে নেই।"

ভরদুপুরে পুলিশ পরিচয়ে আড়াই লক্ষ টাকা কোপমারি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ভরদুপুরে এক ব্যবসায়ীর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সহ বেশ কয়েকটি সোনার আংটি নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ১৯ জুলাই শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মীনাকুমারী চৌপথি এলাকায়। অভিযোগ, পুলিশের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভবানীগঞ্জ বাজারের এক ব্যবসায়ী সুকুমার সাহার পথ আটকে দাঁড়ান দুই দুষ্কৃতী। সুকুমার জানান, প্রায় প্রতিদিনের মতো এদিনও তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে ব্যাংকে যাচ্ছিলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা জমা দিতে যাওয়ার সময় মাঝ রাস্তায় পথ আটকে পুলিশের পরিচয় দেয় দুই জন। এর পরেই তল্লাশির নামে ব্যাগ থেকে টাকা ছাড়াও আংটি হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি করা হয়। পুলিশ ওই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

কলেজ বাঁচাতে গণস্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙা: এবার কলেজকে সরকার পোষিত করার দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হল মাথাভাঙার নিশিগঞ্জে। ২০ জুলাই রবিবার ওই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি হয় নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয় রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ২০১১ সালে সেল্ফ ফিনান্স চালু হয় নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়ে। গত তিন বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দান এবং মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ করে আসছিলেন শিক্ষক এবং কর্মীরা। কয়েক দিন আগে বিনা পারিশ্রমিকে আর কাজ করতে না চেয়ে কলেজ গেটে তালা লাগিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন শিক্ষক এবং কর্মীরা। ফলে এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায় এই কলেজ। এরপর বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের তরফে শুরু হয় আন্দোলন। সেইমতো এদিন গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি নেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে এই কমিটি শিক্ষা মন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন ওই মহাবিদ্যালয়কে সরকার পোষিত করার দাবিতে।

জলপাইগুড়ির অরবিন্দনগর থেকে গুগলের বেঙ্গালুরু অফিস

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি: কেউ বলেন, স্বপ্ন শুধু ধনী-ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য। আবার কেউ বলেন, স্বপ্ন দেখার অধিকার সবার। কিন্তু জলপাইগুড়ির অরবিন্দনগরের এক সাধারণ ঘরের মেয়ে নিজের অধ্যবসায় আর মেধার জোরে প্রমাণ করে দিলেন—স্বপ্ন সত্যি হয়, যদি সাহস থাকে এগিয়ে চলার।

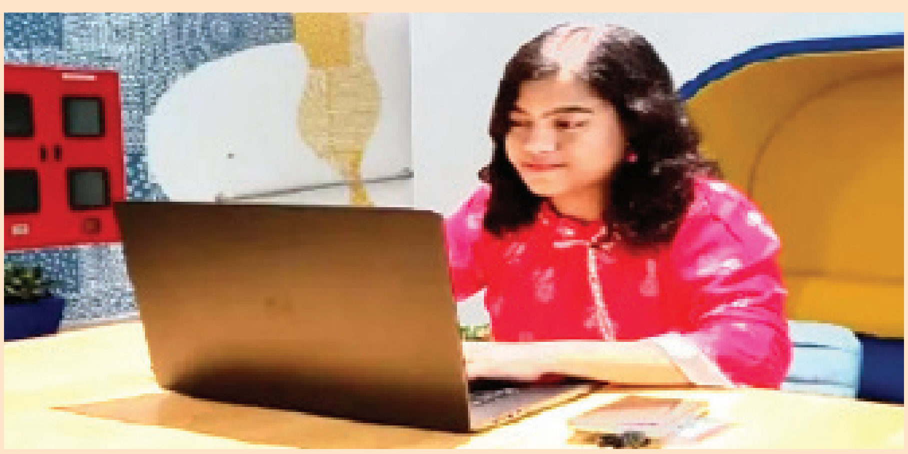

তিনি শ্রেয়া সরকার। বাবা আবির সরকার বেগুনটারির এক আসবাবপত্রের দোকানে কাজ করেন, মাসে আয় মাত্র দশ হাজার টাকা। মা শিখা সরকার গৃহবধূ। এক যুগ ধরে এই পরিবারটিতে নুন আনতে পান্তা ফুরোলেও, মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়তে কোথাও ফাঁক রাখেননি তাঁরা।

জলপাইগুড়ির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর শ্রেয়া সুযোগ পান জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর এক অন্য লড়াই। পারিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ফি মকুব করে দেন। কিন্তু থেমে থাকেননি শ্রেয়া।

গুগলের মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম, গুগল ডেভেলপার স্টুডেন্ট ক্লাব লিড, জেনারেশন গুগল স্কলারশিপ—একটার পর একটা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেন। তৃতীয় বর্ষে থাকা অবস্থায় পান গুগলের ১২ সপ্তাহের ইন্টার্নশিপের সুযোগ। সেখানে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে জিতেছিলেন ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার স্কলারশিপও।

কিন্তু তখনও ভাবেননি, গুগল তাঁকে ডাকবে চাকরির প্রস্তাব নিয়ে।

"গুগলে চাকরি পাওয়া আমার কাছে স্বপ্ন ছিল," ফোনে বললেন সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা শ্রেয়া, "এর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। বারবার ইন্টারভিউ দিয়েছি। অবশেষে গুগল থেকে প্রি-প্লেসমেন্ট অফার পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।"

১৪ জুলাই গুগলের বেঙ্গালুরু অফিসে যোগ দিয়েছেন তিনি। বছরে বেতন ৫৪ লক্ষ টাকা! এই সাফল্যে শুধু তাঁর পরিবারই নয়, আনন্দিত শ্রেয়ার কলেজ, তাঁর শিক্ষক এবং জলপাইগুড়ির মানুষও।

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান সুভাষ বর্মন বললেন, "শ্রেয়া আমাদের কলেজের গর্ব। শুধু জলপাইগুড়ি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের জন্যই এটা বড় প্রাপ্তি।"

অন্যদিকে, আবেগ আপ্লুত বাবা-মা। মা শিখা বললেন, "শ্রেয়া ছোট থেকেই সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইত। অনেক কষ্টে ওর পড়াশোনা চালিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে, সব কষ্ট সার্থক।"

আজ শ্রেয়া বেঙ্গালুরুর গুগল অফিসে কাজ করছেন, কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। ফোনে জানালেন, "এখনও মনে হচ্ছে ঘোরের মধ্যে আছি। তবে একটাই কথা বলতে পারি—আমি নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই।"

জলপাইগুড়ির সরল মেয়ে শ্রেয়া আজ হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর অনুপ্রেরণা। তাঁর গল্প শোনায় শুধু সাফল্যের কাহিনি নয়, উঠে আসে একটি মেয়ে, একটি পরিবার আর একটি শহরের গর্বের কথা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96